প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের
২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের

বার্ষিক প্রতিবেদন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা পরিষদ

জনাব আখতারুজ জামান খান কবির
অতিরিক্ত সচিব

ড. এ.এফ.এম মনজুর কাদির
মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
অতিরিক্ত সচিব

মোঃ বদরুল হাসান বাবুল
অতিরিক্ত সচিব

সম্পাদনা

রতন চন্দ্র পন্ডিত
অতিরিক্ত সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রকাশক : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রকাশকাল : ১৪ অক্টোবর ২০১৯

স্বত্ব : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক
সকল স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে
অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
১১১ নয়াপল্টন (৬ষ্ঠ তলা)
ঢাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মানব শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা সকল উন্নয়নের ভিত্তি। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও সার্বজনীন করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত।

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিশুর শারীরিক-মানসিক বিকাশেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ উপলব্ধি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ভিত তৈরি করেন। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়নে এ মন্ত্রণালয় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়াসহ আইসিটি সামগ্রী বিতরণ, একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম এবং স্কুল পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, বিভিন্ন ধরণের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন ইত্যাদি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনটি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের দর্পণ হিসেবে গণ্য হতে পারে। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে এটি সহায়ক হবে।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদনটি তৈরির সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষার ভিত্তি। দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি সাধনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা সম্ভব হবে।

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের নাগরিক। শিশুরা যাতে ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে এবং তারা যাতে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে উন্নত নৈতিক শিক্ষা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে উজ্জীবিত হয়ে প্রকৃত শিক্ষা লাভে সক্ষম হয়, সে প্রচেষ্টা আমাদের মধ্যে নিরন্তর কাজ করবে।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোবাবেলায় ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিশুদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পিইডিপি-৪ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে চাহিদাভিত্তিক ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে বিনামূল্যে সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যবই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদানের পাশাপাশি চালু করা হয়েছে সহপাঠ কার্যক্রম। এক্ষেত্রে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' এবং 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদ্যালয়ে শিশুদের জন্য উপবৃত্তি প্রদান ও স্কুল ফিডিংসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সকল শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী কর্মসূচি গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যালয়ে প্রায় শতভাগ শিশু ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধিসহ শিক্ষায় গুণগত মান অর্জনে ইতিবাচক ফলাফল অর্জিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৬ শতাংশে। বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% মেয়ে শিশু।

পরিশেষে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আশা করি এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ড ও প্রাথমিক তথ্যাবলি পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হবে, যা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণা ও অগ্রগতির কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রকাশনাটির সাফল্য কামনা করছি।

রতন চন্দ্র পন্ডিত
অতিরিক্ত সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদকীয়

জাতীয় উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হচ্ছে শিক্ষা। মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই বলা হয় শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশে সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যুগোপযোগী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে। মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের একটি দর্পণ হিসেবে গণ্য হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যয় বিবরণীসহ ভৌত ও অভৌত বিষয়াদির অগ্রগতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মূলত গত এক বছরের কর্মকান্ড ও অগ্রগতির একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র। ফলে এটি পরবর্তী বছরের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনাবিদ, গবেষক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে এ প্রকাশনাটি সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

পরিশেষে, এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচিপত্র

ক্র. নং.	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এপিএসসি ২০১৮ অনুযায়ী)	১১-১৩
২.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪-২০
৩.	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	২১-৫০
৪.	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	৫১-৬৫
৫.	জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)	৬৬-৮৭
৬.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	৮৮-১০০
৭.	বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	১০১
৮.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটি	১০২

এক নজরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় (এপিএসসি ২০১৮ অনুযায়ী)

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
	মন্ত্রণালয়/ডিপিই পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়			
১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮,৯১৬		
২.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬,৬১৩		
৩.	নন-রেজিঃ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৭০		
৪.	পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৬৪		
৫.	কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৪		
৬.	রস্ক স্কুল	৪৭৫৫		
৭.	শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৯৩		
	অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত			
৮.	উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত ইবতেদায়ী মাদ্রাসা	৭১৯৬		
৯.	উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৯৩		
১০.	এবতেদায়ী মাদ্রাসা	৫১৬৪		
১১.	কিন্ডার গার্টেন	২৪৩৬৩		
১২.	এনজিও পরিচালিত স্কুল	৫১৫৬		
১৩.	এনজিও পরিচালিত শিখন কেন্দ্র	২৩০১		
১৪.	ব্র্যাক স্কুল	১০৩১৮		
১৫.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪১১		
১৬.	মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১,৩৪,১৪৭		
	শিক্ষক	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৭.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৫,৫৮৬	১,৬০,৭৩২	২,৩৬,৩১৮
১৮.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯,৪৭১	৬৩,০৭৮	১,১২,৫৪৯
১৯.	অন্যান্য শিক্ষক	১,৩৩,৬৯২	২,০২,৮৪১	৩,৩৬,৫৩৩
২০.	মোট শিক্ষক	২,৫৮,৭৪৯	৪,২৬,৬৫১	৬,৮৫,৪০০
	শিক্ষার্থী	বালক	বালিকা	মোট
২১.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	৪৪,২৭,৪৭৯	৪৫,০৫,১৩৩	৮৯,৩২,৬১২
২২.	নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	১৯,৯৭,৩৩৭	২১,০৪,৭৭৪	৪১,০২,১১১
২৩.	অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী	২১,১৪,২৫১	২১,৮৯,১২৬	৪৩,০৩,৩৭৭
২৪.	মোট শিক্ষার্থী	৮৫,৩৯,০৬৭	৮৭,৯৯,০৩৩	১,৭৩,৩৮,১০০

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা		
		বালক	বালিকা	মোট
১.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী	১৭,৯২,৫৫৯	১৭,৮৫,৮২৫	৩৫,৭৮,৩৮৪
২.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা			১,০৬,৮৫২
৩.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা			১,৫১,৭৮,০০০
৪.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা			১,৪৮,৫১,৪০১
৫.	৬-১০ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা			৩,২৬,৫৯৯
৬.	গ্রস ভর্তির হার			১১৪.২৩%
৭.	নীট ভর্তির হার			৯৭.৮৫%
৮.	ঝরে পড়ার হার			১৮.৬%
৯.	প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার			৮১.৪%
১০.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			২৬,৫২,৮৯৬
১১.	প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার			৯৭.৫৯%
১২.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			২,৭৪,৯০৭
১৩.	ইবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			৯৭.৬৯%

বই বিতরণ উৎসব ২০১৯

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

১.০ সূচনা

মানবসম্পদ উন্নয়নের সূচকে বাংলাদেশ বিগত বছরের থেকে তিন ধাপ এগিয়ে এসেছে। ২০১৮ সালে ১৩৬-এ উন্নীত হয়েছে। উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশেষ অবদান রাখছে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও গতিশীল সমাজ সৃষ্টিতে দক্ষ মানবসম্পদের বিকল্প নেই। আর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। বিশেষত, প্রাথমিক শিক্ষাই হচ্ছে সকল শিক্ষার ভিত্তি। স্বাধীনতা লাভের পর প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিধান রাখা হয়। সেই বাধ্যবাধকতায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। বস্তুত, বাংলাদেশের ইতিহাসে এ সময়েই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়, যা ২০০৩ সালে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়।

সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (MDG) এবং সবার জন্য শিক্ষা (EFA)-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় National Plan of Action (NPA) প্রণয়ন করেছে। NPA অনুযায়ী সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণার্থে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ১০০% শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিতকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ সকল শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নয়ন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বর্তমান সরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG-4 "Ensure Inclusive and Equitable Quality Education and Promote lifelong learning for all" এর কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল শিশুকে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা, যাতে সকল শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়াও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে ২০৩০ সালের মধ্যে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূলত, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিটের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হয়। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো। অন্যদিকে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মাধ্যমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুণগত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত রূপকল্প গ্রহণ করেছে।

রূপকল্প (Vision)

সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা

অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.১ প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।" সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রক্ষায় সরকার প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন) প্রণয়ন করে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেছে। পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০-এ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ এবং দেশজ আবহ ও উপাদানভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা। বিদ্যালয়ে আনন্দময় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা করা;

(২) কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে এক ও অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নপূর্বক সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান বাধ্যতামূলক করা;

(৩) শিশুর মনে ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচারবোধ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবাধিকার, সহ-জীবনযাপনের মানসিকতা, কৌতূহল, প্রীতি, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি নৈতিক ও আত্মিক গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমনস্ক করা এবং কুসংস্কারমুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে উৎসাহিত করা;

(৪) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেশাত্মবোধের বিকাশ ও দেশ গঠনমূলক কাজে তাকে উদ্বুদ্ধ করা;

(৫) শিক্ষার্থীর নিজ স্তরের যথাযথ মানসম্পন্ন প্রান্তিক দক্ষতা নিশ্চিত করে তাকে উচ্চতর ধাপের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী এবং উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। এছাড়া ভৌত অবকাঠামো, সামাজিক পারিপার্শ্বিকতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক আকর্ষণীয় করে তোলা এবং মেয়েদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা;

(৬) শিক্ষার্থীকে জীবনযাপনের জন্য আবশ্যকীয় জ্ঞান, বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা, জীবন-দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, সামাজিক সচেতনতা অর্জনের মাধ্যমে মৌলিক শিখন চাহিদা পূরণে সমর্থ করা এবং পরবর্তী স্তরের শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তোলার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কায়িক শ্রমের প্রতি আগ্রহ ও মর্যাদাবোধ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব-স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

(৯) শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া;

(১০) সব ধরনের প্রতিবন্ধীসহ সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে সকল শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ প্রাথমিক শিক্ষার সাংগঠনিক কাঠামো

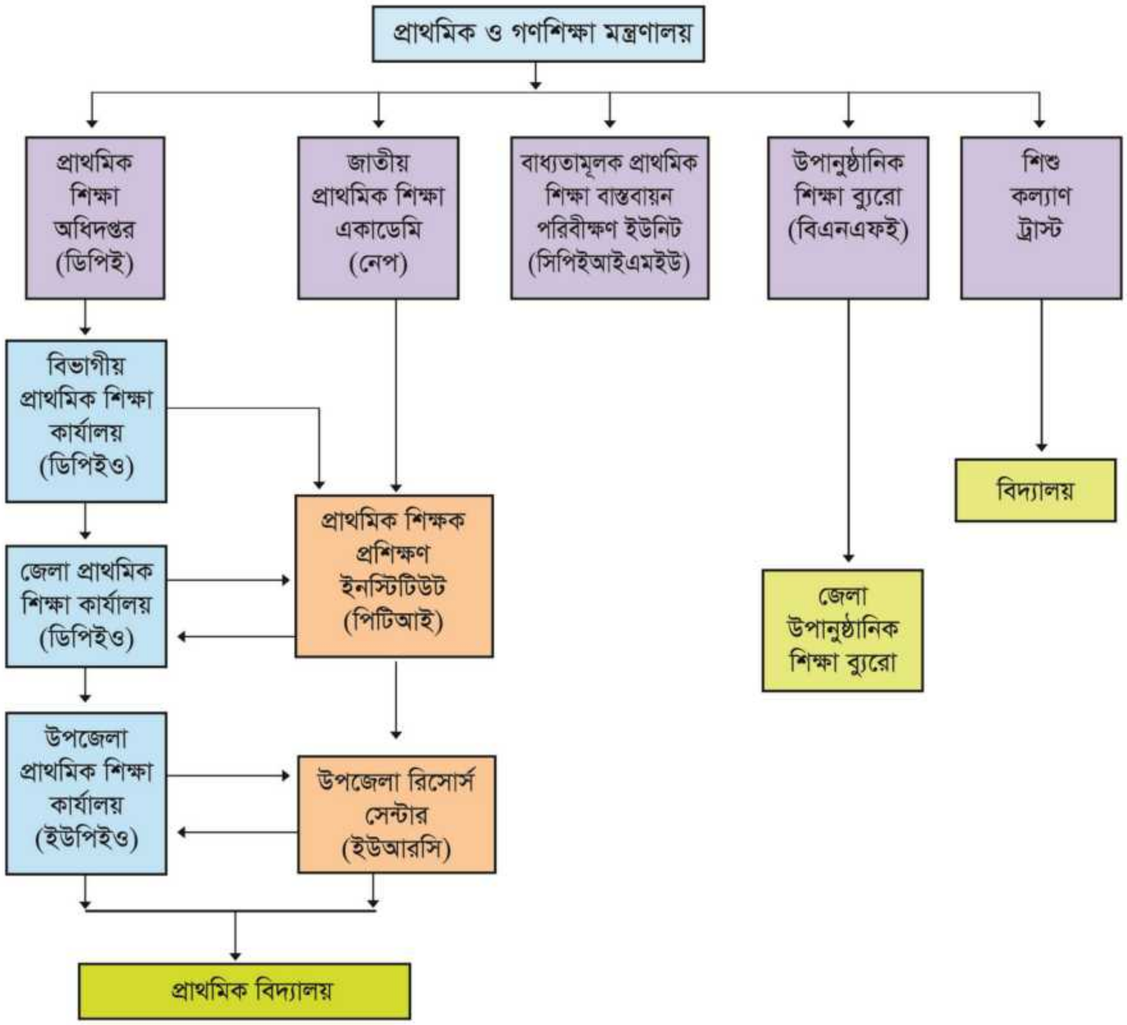

১.৩ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিদ্যালয় অনুবিভাগ, প্রশাসন অনুবিভাগ, উন্নয়ন অনুবিভাগ, বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ রয়েছে। মন্ত্রণালয়ে মোট ৪টি অধিশাখা, ২টি পরিকল্পনা অধিশাখা, ১০টি শাখা, ৪টি পরিকল্পনা শাখা এবং ১টি আইসিটি সেল রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার। সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে ৪ জন অতিরিক্ত সচিব ও ৪ জন যুগ্মসচিব কর্মরত আছেন। বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট জনবলের সংখ্যা ১১৬ জন।

প্রস্তাবিত

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সংগঠন ও সরঞ্জাম তালিকা

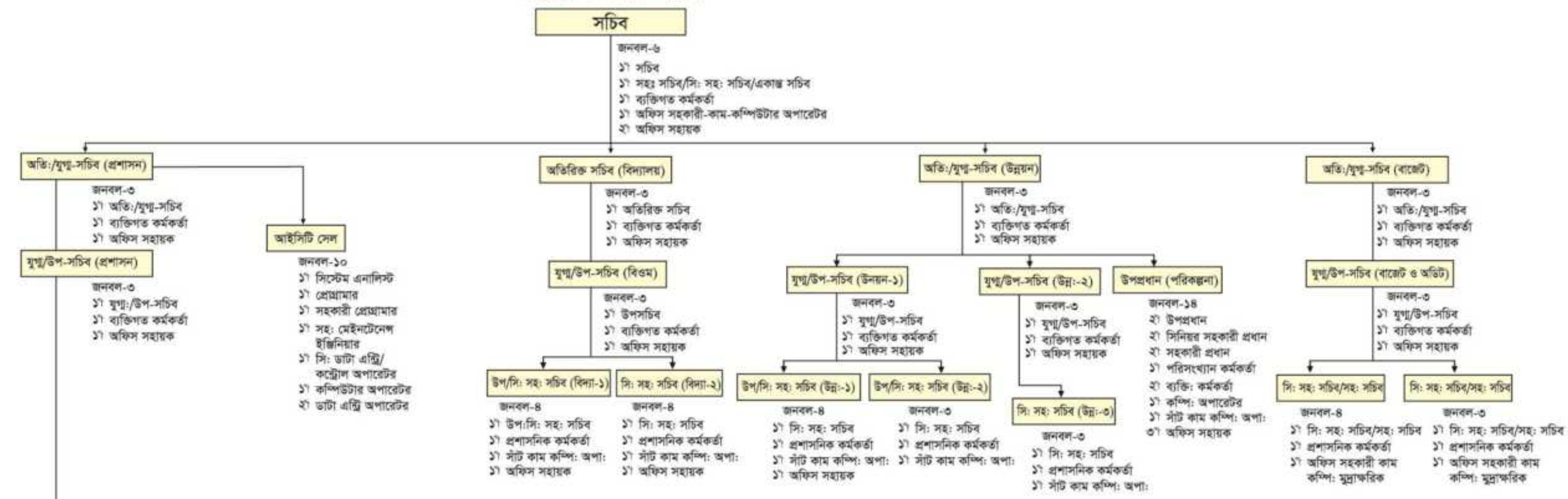

অর্পিত যানবাহন, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য

ক) যানবাহন
- ৫ ক্যাব (সচিব, অতি: সচিব ও যুগ্ম: সচিবের)
- ৩ মাইক্রোবাস (কর্মকর্তা ও অফিসের কাজের)
- ২ মোটর সাইকেল (ডি. আর ডিউটির জন্য)

ক) অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ঃ
- ২ সাইক্লোস্টাইল মেশিন
- ৩ ফটোকপিয়ার
- ১৭ এয়ারকুলার (সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব, কম্পি: রুম, কনফারেন্স রুম, লাই:)
- ৪৭ কম্পিউটার
- ১ কম্পিউটার সার্ভার
- ৫ ল্যাপটপ
- ১৮ প্রিন্টার
- ১ স্ক্যানার
- ১ মাল্টিমিডিয়া
- ২ ফ্রিজ
- ৫ পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন
- ৫ ফ্যাক্স মেশিন
- ১ ইন্টারকম সিস্টেম
- ২ রঙিন টিভি

জনবলের সার-সংক্ষেপ

নং	পদের নাম	পদসংখ্যা
১।	সচিব	১
২।	অতিরিক্ত সচিব	১
৩।	যুগ্ম-সচিব	৩
৪।	উপ-সচিব	৫
৫।	উপ-প্রধান	২
৬।	সহ: সচিব/সি: সহ: সচিব/পিএস	১৩
৭।	সিস্টেম এনালিস্ট	১
৮।	সহ: প্রধান/সি: সহ: প্রধান	৪
৯।	প্রোগ্রামার	১
১০।	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১
১১।	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১
১২।	সহকারী প্রোগ্রামার	৩
১৩।	সহ: মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১
১৪।	গ্রন্থাগারিক	১
	১ম শ্রেণি	৩৮
	২য় শ্রেণি	২৬
	৩য় শ্রেণি	২৫
	৪র্থ শ্রেণি	২৭
	সবমোট	১১৬

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১.৪ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের বিভিন্ন বছরের অগ্রগতি বিষয়ে তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক		এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি	এপিএসসি
		২০১০	২০১৬	২০১৭	২০১৮
1. No. of schools covered by APSC		৭৮,৬৮৫	১২৬,৬১৫	১,৩৩,৯০১	১৩৪১৪৭
2. Total Teachers	পুরুষ	২০০,৭৪৩	২১৭,৭৯৮	২২২১৩৮	২৫৮৭৫১
	মহিলা	১৯৪,৫৩৮	৩৩০,৪০৩	৩৫১৮৬৩	৪২৬৬৪৯
	মোট	**৩৯৫,২৮১**	**৫৪৮,২০১**	**৫৭৪০০১**	**৬৮৫৪০০**
3. Total Enroled Students (Grade I-V)	বালক	৮,৪৭৩,৯৬১	৯,২২৭,৫৮০	৮৫০৮০৩৮	৮,৫৩৯,০৬৭
	বালিকা	৮,৫৬৩,১৩৩	৯,৩৭৫,৪০৮	৮৭৪৩৩১২	৮,৭৯৯,০৩৩
	মোট	**১৬,৯৫৭,৮৯৪**	**১৮,৬০২,৯৮৮**	**১৭,২৫১,৩৫০**	**১৭,৩৩৮,১০০**
4. Total Pre-primary Enrolment	বালক	৬২৭,৫২০	১,৫৬৯,৯৩৭	১৮৪১২৪২	১৭৯২৫৫৯
	বালিকা	৫৯৫,০৭৭	১,৫৫৯,৫৯৮	১৮২৬৬০৯	১৭৮৫৮২৫
	মোট	**১,২২২,৫৯৭**	**৩,১২৯,৫৩৫**	**৩৬৬৭৮৫১**	**৩৫৭৮৩৮৪**
5. Total Enrolment (All Grade)	বালক	৯১০১৪৮১	১০৭৯৭৫১৭	১০৩৪৯২৮০	১০৩৩১৬২৬
	বালিকা	৯১৫৮২১০	১০৯৩৫০০৬	১০৫৬৯৯২১	১০৫৮৪৮৫৮
	মোট	**১৮২৫৯৬৯১**	**২১৭৩২৫২৩**	**২০৯১৯২০১**	**২০৯১৬৪৮৪**
6. Gross Intake Rate - GIR (%)	বালক	১১৫.৪	১১০.৭	১০৭	১০৯.০৭
	বালিকা	১১৮.৫	১১৩.৭	১১২.৬	১১৫.৫৭
	মোট	**১১৬.৯**	**১১২.২**	**১০৯.৮**	**১১২.৩২**
7. Net Intake Rate- NIR (%)	বালক	৯৮.৮	৯৭.৬২	৯৬.৬	৯৫.৯৯
	বালিকা	৯৯.৫	৯৮.২৭	৯৯.৩	৯৭.০০
	মোট	**৯৯.১**	**৯৭.৯৪**	**৯৭.৯৩**	**৯৬.৪৮**
8. Gross Enrolment Rate- GER (%)	বালক	১০৩.২	১০৯.৩২	১০৮.১	১১০.৩২
	বালিকা	১১২.৪	১১৫.০২	১১৫.৪	১১৮.৩০
	মোট	**১০৭.৭**	**১১২.১২**	**১১১.৭**	**১১৪.২৩**
9. Net Enrolment Rate – NER (%)	বালক	৯২.২	৯৭.১	৯৭.৬৬	৯৭.৫৫
	বালিকা	৯৭.৬	৯৮.৮২	৯৮.২৯	৯৮.১৬
	মোট	**৯৪.৮**	**৯৭.৯৬**	**৯৭.৯৭**	**৯৭.৮৫**
10. Cycle Dropout Rate (%)	বালক	৪০.৩	২২.৩	২১.৭	২১.৪৪
	বালিকা	৩৯.৩	১৬.১	১৫.৯	১৫.৬৯
	মোট	**৩৯.৮**	**১৯.২**	**১৮.৮**	**১৮.৬**
11. Survival Rate (%)	বালক	৬৫.৯	৭৮.৬	৮১.৩	৮০.৯৩
	বালিকা	৬৮.৬	৮৫.৪	৮৫.৪	৮৭.৭৩
	মোট	**৬৭.২**	**৮২.১**	**৮৩.৩**	**৮৩.৫৩**
12. Coefficient of Efficiency	বালক	৬২.৮	৭৮.৭	৮০.২	৮০.৮১
	বালিকা	৬১.৮	৮৩	৮৩.৪	৮৩.৬২
	মোট	**৬২.২**	**৮০.৯**	**৮১.৯**	**৮২.২১**
13. Cycle Completion Rate (Grade I-V) (%)	বালক	৫৯.৭	৭৭.৭	৭৮.২৮	৭৮.৫৬
	বালিকা	৬০.৭	৮৩.৯	৮৪.০৮	৮৪.৩১
	মোট	**৬০.২**	**৮০.৮**	**৮১.২**	**৮১.৪**
14. Repetition Rate (%)	বালক	১২.৮	৬.৪	৬.২	৫.৮
	বালিকা	১২.৪	৫.৮	৫.১	৫.০
	মোট	**১২.৬**	**৬.১**	**৫.৬**	**৫.৪**
15 PECE Pass Rate	**মোট**	**৯২.৩**	**৯৮.৫১**	**৯৫.১৮**	**৯৭.৫৯**
16. Year Inputs Per Graduate	বালক	৮	৬.৩	৬.২৩	৬.১৯
	বালিকা	৮.১	৬	৫.৯৯	৫.৯৮
	মোট	**৮**	**৬.১৮**	**৬.১**	**৬.০৮**

১.৫ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী সংক্রান্ত তথ্য (এপিএসসি-২০১৮)

SL.	বিদ্যালয়ের ধরণ	বিদ্যালয় সংখ্যা	শিক্ষক				শিক্ষার্থী			
			পরুষ	মহিলা	মোট	% মহিলা	বালক	বালিকা	মোট	% বালিকা
1	GPS	৩৮৯১৬	৭৫৫৮৬	১৬০৭৩২	২৩৬৩১৮	৬৮.০২	৪৪২৭৪৭৯	৪৫০৫১৩৩	৮৯৩২৬১২	৫০.৪৩
2	NNPS	২৬৬১৩	৪৯৪৭১	৬৩০৭৮	১১২৫৪৯	৫৬.০৪	১৯৯৭৩৩৭	২১০৪৭৭৪	৪১০২১১১	৫১.৩১
3	NRNGPS	৪৫৭০	৬১২৭	১২৭৮৮	১৮৯১৫	৬৭.৬১	১৬৭৭১৫	১৬৮৮৪৪	৩৩৬৫৫৯	৫০.১৭
4	Experimental School	৬৪	৪৩	৩০৭	৩৫০	৮৭.৭১	৫৫৮২	৫৮৭৮	১১৪৬০	৫১.২৯
5	Community School (CS)	১৩৪	১২১	৩৯৬	৫১৭	৭৬.৬০	৭২৪৮	৭৪৮২	১৪৭৩০	৫০.৭৯
6	ROSC chool	৪৭৫৫	৮৩৮	৪০৫৮	৪৮৯৬	৮২.৮৮	৪৯১০৯	৫০০৭৫	৯৯১৮৪	৫০.৪৯
7	Sishu Kollyan Shool (SK)	২৯৩	৩৭৩	৮২০	১১৯৩	৬৮.৭৩	১৬৬৮৬	১৬৯০১	৩৩৫৮৭	৫০.৩২
8	HMAEb	৭১৯৬	১৩৮৫২	২৭১৪	১৬৫৬৬	১৬.৩৮	৩৭২৫৯৪	৪৪৩৫৫৮	৮১৬১৫২	৫৪.৩৫
9	(HSAP)	১৮৯৩	৮১৪২	১০৩৬৬	১৮৫০৮	৫৬.০১	২৭৩৮৪৭	২৮৫৬০৫	৫৫৯৪৫২	৫১.০৫
10	EbM	৫১৬৪	৯৮৭৬	৩৫৪৬	১৩৪২২	২৬.৪২	১৭৯৯৩৯	১৬৮৯৯৭	৩৪৮৯৩৬	৪৮.৪৩
11	KG	২৪৩৬৩	৮৭৮৯৭	১৩৬৯৭৬	২২৪৮৭৩	৬০.৯১	৬৫৩৬৭২	৬২৭৩৩৩	১২৮১০০৫	৪৮.৯৭
12	NGO Schools	৫১৫৬	২৬৯১	১০১২৫	১২৮১৬	৭৯.০০	১০৬১১১	১২১০২০	২২৭১৩১	৫৩.২৮
13	BRAC	১০৩১৮	৫৫৬	১৩২৩৪	১৩৭৯০	৯৫.৯৭	১৬৭৯৮৫	১৭৮৫৮২	৩৪৬৫৬৭	৫১.৫৩
14	Other NGO LC	২৩০১	৩৬৭	২৮৮১	৩২৪৮	৮৮.৭০	৪৮৪৪৪	৫১৫৬৮	১০০০১২	৫১.৫৬
15	Others [1]	২৪১১	২৮০৯	৪৬৩০	৭৪৩৯	৬০.৬৭	৬৫৩১৯	৬৩২৮৩	১২৮৬০২	৪৯.২১
Total		১৩৪১৪৭	২৫৮৭৪৯	৪২৬৬৫১	৬৮৫৪০০	৬২.২৫	৮৫৩৯০৬৭	৮৭৯৯০৩৩	১৭৩৩৮১০০	৫০.৭৫

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য:

SL.	বিদ্যালয়ের ধরণ	প্রাক-প্রাথমিকে শ্রেণিতে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী			
		বালক	বালিকা	মোট	% বালিকা
1	GPS	৫৬১২৬২	৫৭৩৫২৬	১১৩৪৭৮৮	৫০.৫৪
2	NNPS	২৭৬৩৪০	২৭৯৬৪৫	৫৫৫৯৮৫	৫০.৩
3	RNGPS	৩১৯৫	৩২২০	৬৪১৫	৫০.১৯
4	NRNGPS	৪৩৬৯৪	৪৩৫৮১	৮৭২৭৫	৪৯.৯৪
5	Experimental School	৯৩২	৯০৩	১৮৩৫	৪৯.২১
6	EbM	১৮৬১১	১৭২৩৮	৩৫৮৪৯	৪৮.০৯
7	KG	৫৭২৭১৬	৫২৮৬৮৮	১১০১৪০৪	৪৮
8	NGO School	৭২০৮৯	৭৫৯৫৩	১৪৮০৪২	৫১.৩১
9	Community	১৪৩৩	১৪৯৬	২৯২৯	৫১.০৮
10	Attached To High Madrasa	১৫৪০২	১৪৮০৫	৩০২০৭	৪৯.০১
11	Primary Sections Of High Schools	৩৮৫৪৫	৪০২২৭	৭৮৭৭২	৫১.০৭
12	Brac	১৩০৫৬১	১৪৮২০৯	২৭৮৭৭০	৫৩.১৭
13	SK Primary School	২৪৩৫	২৪৪৫	৪৮৮০	৫০.১
14	Mosque Based Education Center	৫৫০৯	৫৩৯৫	১০৯০৪	৪৯.৪৮
15	Temple Based Education Center	১২৩৫৭	১২৮১০	২৫১৬৭	৫০.৯
16	Social Welfare Based School	১৫৭৪	১৫০১	৩০৭৫	৪৮.৮১
17	Other NGO Centers	১৮৬৯৪	১৯৩০৭	৩৮০০১	৫০.৮১
18	Hilly Parisad Directed School	২১৫৩	২১০৪	৪২৫৭	৪৯.৪২
19	Others [2]	১৫০৫৭	১৪৬৫৬	২৯৬০৫	৪৯.৫১
	Total	১৭৯২৫৫৯	১৭৮৫৮২৫	৩৫৭৮৩৮৪	৪৯.৯১

সূত্র : এপিএসসি ২০১৮

১.৬ শ্রেণিভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি তথ্য : (২০১৮)

ক্যাটাগরি	প্রাক-প্রাথমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট (১ম-৫ম)
ছাত্র	১৭৯২৫৫৯	১৬০২২৩২	১৭০৯৫০০	১৮১০৯২২	২০০৫৪১৪	১৪১০৯৯৯	৮৫৩৯০৬৭
ছাত্রী	১৭৮৫৮২৫	১৬৩০৬২৮	১৭৫৫৯৩৬	১৯০৭৮৬৬	১৮১৯৮০৪	১৬৮৪৭৯৯	৮৭৯৯০৩৩
মোট	৩৫৭৮৩৮৪	৩২৩২৮৬০	৩৪৬৫৪৩৬	৩৭১৮৭৮৮	৩৮২৫৩১৮	৩০৯৫৭৯৮	১৭৩৩৮১০০

১.৭ গ্রস (Gross) ও নীট (Net) ভর্তির হার (২০০৯-২০১৮)

বছর	গ্রস			নীট		
	বালক	বালিকা	মোট	বালক	বালিকা	মোট
২০০৯	১০০.১	১০৭.১	১০৩.৫	৮৯.১	৯৯.১	৯৩.৯
২০১০	১০৩.২	১১২.৪	১০৭.৭	৯২.২	৯৭.৬	৯৪.৮
২০১১	৯৭.৫	১০৫.৬	১০১.৫	৯২.৭	৯৭.৩	৯৪.৯
২০১২	১০১.৩	১০৭.৬	১০৪.৪	৯৫.৪	৯৮.১	৯৬.৭
২০১৩	১০৬.৮	১১০.৫	১০৮.৬	৯৬.২	৯৮.৪	৯৭.৭
২০১৪	১০৪.৬	১১২.৩	১০৮.৪	৯৬.৮	৯৮.৮	৯৭.৭
২০১৫	১০৫.০	১১৩.৪	১০৯.২	৯৭.১	৯৮.৮	৯৭.৯
২০১৬	১০৯.৩	১১৫.০০	১২২.১০	৯৭.০১	৯৮.৮০	৯৭.৯৬
২০১৭	১০৮.১	১১৫.৪	১১১.৭	৯৭.৬৬	৯৮.২৯	৯৭.৯৭
২০১৮	১১০.৩২	১১৮.৩০	১১৪.২৩	৯৭.৫৫	৯৮.১৬	৯৭.৮৫

ভর্তির ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পাশাপাশি ঝরে পড়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুদের উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল হিসেবে উন্নত মানের বিস্কুট সরবরাহ, স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণসহ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করার ফলে ঝরে পড়ার হারও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তির হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। যা নিম্নরূপ :

১.৮ ঝরে পড়া ও শিক্ষাচক্র সমাপনীর শতকরা হার

বছর	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
ঝরে পড়ার শতকরা হার	৪৭.২	৫০.৫	৫০.৫	৪৯.৩	৪৫.১	৩৯.৮	২৯.৭	২৬.২	২১.৪	২০.৯	২০.৪	১৯.২	১৮.৮	১৮.৬
প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার	৫২.৮	৪৯.৫	৪৯.৫	৫০.৭	৫৪.৯	৬০.২	৭০.৩	৭৩.৮	৭৮.৬	৭৯.১	৭৯.৬	৮০.৮	৮১.২	৮১.৪

তথ্যসূত্র : বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় জরিপ-২০১৮

* নীট ভর্তি কেবল ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের জন্য

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মাসের নাম : জুন ২০১৯

নং	কর্মসূচি	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট (কোটি টাকা)		জাতীয় বাজেটে শতকরা হার	ব্যয় (কোটি টাকা)	বরাদ্দের শতকরা হার	* উপকারভোগী			অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	মন্তব্য
		মূল	সংশোধিত				শ্রম জন	শ্রম দিবস	শ্রম মাস		
০১	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	১৫৫০.০০	১৫৫০.০০		১৪৪০.০৬	৯৯.৩৬%	-	-	-	১.৪০ কোটি শিক্ষার্থী	সারাদেশে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা হিসেবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেয়া হয়।
০২	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প	৬৭১.২০	৫১৮.১০	-	৪৮২.৭	৯৩.১৮%	-	-	-	২৯.০৮ লক্ষ শিক্ষার্থী	১০৪টি উপজেলায় প্রতি স্কুল দিবসে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে টিফিন হিসেবে উন্নত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা হয়।
০৩	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২২৯.০৮	২২৭.৭০	-	১৭৩.৫০	৭৬.২০%	-	-	-	৭৭,০০০ জন শিক্ষার্থী	ভর্তিকৃত শিশুদের শিক্ষা ভাতা ও অনুদান দেয়া হয়।
০৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ		৪০০.০০	-	৩২২.৬৮	৮০.৬৭%	-	-	-	২,৩৯,৩৬,৯৫৪ শিক্ষার্থীর জন্য	বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়।
	মোট =	২৪৫০.২৮	২৬৯৫.৮০		২৪১৯.০০	৮৯.৭৩%					

বিঃ দ্রঃ ১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় শ্রম জন, শ্রম দিবস এবং শ্রম মাস এর বিষয়টি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২। উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২.০ বিশেষ অর্জন :

সুশাসন নিশ্চিত করতে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ দক্ষতার সাথে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের আমলে এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার পূর্ববর্তী ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২.১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার :

অর্থ বছর	প্রকল্প	এডিপি বরাদ্দ কোটি টাকায়			ব্যয় (কোটি টাকায়)			অগ্রগতির	জাতীয়
	সংখ্যা	মোট	জিওবি	প্র.সাহায্য	মোট	জিওবি	প্র.সাহায্য	হার (%)	গড়
২০০৯-১০	১১	২৮২৩.১৮	১৩৫৭.৩২	১৩৬৫.৮৫	২৭১৬.১৮	১৪৩৯.০৬	১২৭৭.১১	৯৬.২১	৯১%
২০১০-১১	১৪	৩০৫৬.৬২	১৮৩৫.০৮	১২২১.৫৪	২৯৭৮.৯৮	১৮১৬.৩৪	১১৬২.৬৪	৯৭.৪৬	৯২%
২০১১-১২	১৪	২৪৬৬.৩২	২০৭৯.৮৯	৩৮৬.৪৩	২৪১৭.৭০	২০৫২.৯৬	৩৬৪.৯৭	৯৮.০৪	৯৩%
২০১২-১৩	১৮	৩৯১৬.৩২	৩৩৫৫.৮৩	৫৬০.৪৯	৩৭৬৫.৫০	৩৩১৭.৫৮	৪৪৭.৯২	৯৬.১৫	৯৬%
২০১৩-১৪	১৬	৪৫২৮.৬৫	৪০৪২.৭২	৪৮৫.৯৩	৪৪৮৬.৪১	৪০১৩.৩৭	৪৭৩.০৪	৯৯.০৭	৯৫%
২০১৪-১৫	১৩	৪৩৩৩.২৮	৩৮৯০.২১	৪৪৩.০৭	৪১৮৬.১৫	৩৭৫৫.৪৮	৪৩০.৬৭	৯৬.৬০	৯১%
২০১৫-১৬	১২	৫২৪৭.৩৬	৪৯০০.০০	৩৪৭.৩৬	৫১৪৩.২১	৪৮১৬.৫৪	৩২৬.৬৭	৯৮.০২	৯২%
২০১৬-১৭	০৯	৬২৬২.৫০	৫৯০০.০০	৩৬২.৫০	৫৫৪৫.৭২	৫২১৪.৫০	৩৩১.২১	৮৮.৫৫	৮৯.৮৯%
২০১৭-১৮	১৪	৭৪০১.৯৭	৭০৩৬.৯৩	৩৬৫.০৪	৬৭৭৭.৮০	৬৪৩৪.৫৭	৩৪৩.২২	৯১.৫৭	৯৪.০২%
২০১৮-১৯	১১	৬৪২৭.৩৮	৬০৯১.২৪	৩৩৬.১৪	৬১৪৬.৪২	৫৮৮৭.৯০	২৫৮.৫২	৯৫.৬৩	৯৪.৩৬%

২.২. (ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২৬ হাজার ১৯৩টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত বিদ্যালয় ২৩৫০৩টি, ২য় ধাপে অধিগ্রহণকৃত ১৭৭৯টি, ৩য় ধাপে অধিগ্রহণকৃত ৯০৩টি বিদ্যালয় সহ অধিগ্রহণকৃত মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৬১৮৫টি। বাকি ৮টি বিদ্যালয়ের জমি ও অন্যান্য জটিলতা থাকায় এখনো অধিগ্রহণ করা সম্ভব হয়নি।

(খ) ৩য় ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৯১টি ও তিন পার্বত্য জেলায় ইউএনডিপি পরিচালিত ২১০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক আত্মীকরণ কার্যক্রম চলমান।

(গ) ৩য় ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৭টি বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ সৃজনের কাজ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঘ) ১ম ধাপে অধিগ্রহণকৃত ২৩৫০৩টি, ২য় ধাপের ১৭৭৯টি এবং ৩য় ধাপের ৫৮৫টি বিদ্যালয়ের সৃজিত পদে শিক্ষক আত্মীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

১.০ পটভূমি:

মানবশিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সনে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১,৫৭,৭২৪ জন প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিশেষকরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট ও ৭টি প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। মানসম্মত শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ওয়াশব্লক নির্মাণ ও নলকূপ স্থাপন, আসবাবপত্র প্রদান, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান, স্লিপ-ইউপেপ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণ, পদসৃষ্টিসহ শিক্ষক নিয়োগ, পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য মাঠপর্যায়ে যানবাহন সরবরাহকরণ, দেশব্যাপী বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন, শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশল, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ বিভিন্ন বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.১ রূপকল্প (Vision):

সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ও গুণগতমান উন্নয়নের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ

১.৩ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো:

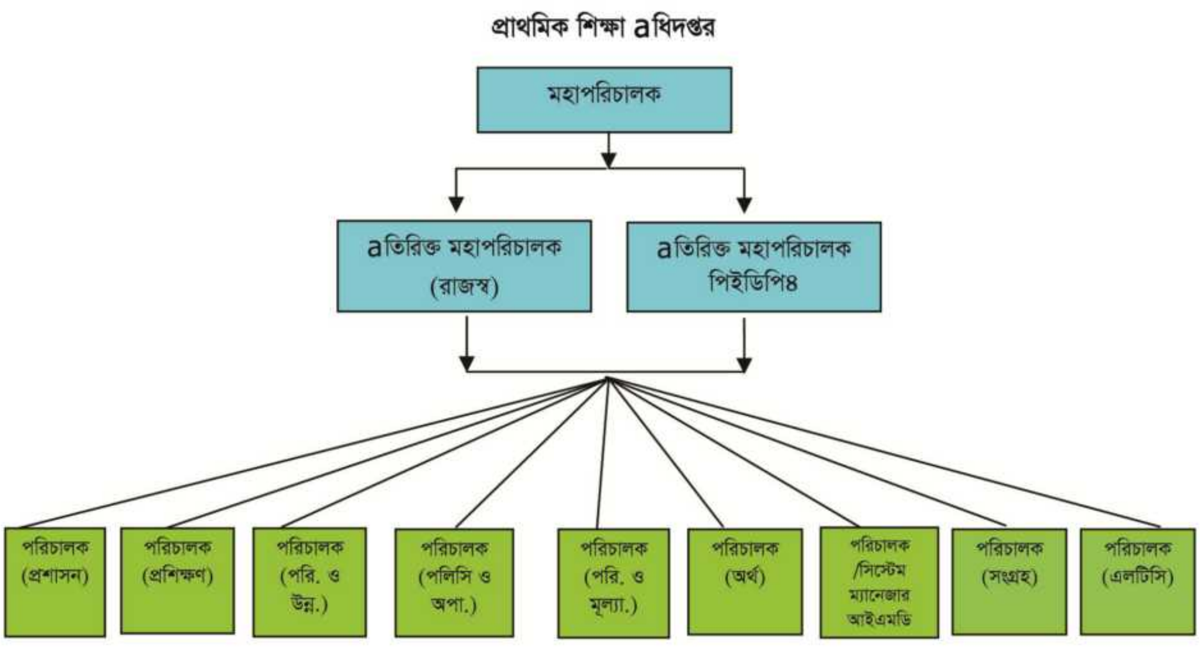

২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম:

(ক) প্রশাসন বিভাগ:

১। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা

২০০৯ সাল হতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা প্রতি বছর সারাদেশে একযোগে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের বাইরে ৮টি দেশের ১২ টি কেন্দ্রসহ সারা দেশে ৭৪১০টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮ সালে বিভিন্ন ধরণের ১০৩৯৪৮টি (এক লক্ষ তিন হাজার নয়শত আটচল্লিশ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণির ২৭,৭৬,৮৮২জন (সাতাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশত বিরাশি) ছাত্রছাত্রী তালিকাভূক্ত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮ এ অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২৬,৫২,৮৯৬জন (ছাব্বিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার আটশত ছিয়ানব্বই) এবং পাশের হার ৯৭.৫৯%।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রাথমিক বৃত্তি দু'ধরণের- (ক) ট্যালেন্টপুল এবং (খ) সাধারণ। ২০১৫ সাল হতে প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮২,৫০০ তে উত্তীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে ট্যালেন্টপুল এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৩৩,০০০ এবং সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ৪৯,৫০০। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৩০০/- (তিনশত) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া সাধারণ গ্রেড এ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা এবং এককালীন ২২৫/- (দুইশত পঁচিশ) টাকা প্রদান করা হয়।

২। বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

'সুস্থ দেহে সুস্থ মন' এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, কাবিং কার্যক্রম, ফুটবল, ক্রিকেট ও অন্যান্য খেলাধুলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিকল্পে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, প্রতিযোগীতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধিসহ প্রতিযোগী মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দ্যেশ্যে ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়।

সারা দেশের ৬৫৭৯৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলায় জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

৩। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট:

২০১০ সনের বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ধারাবাহিকতায় ২০১১ সাল থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়। সারাদেশের ৬৫৭০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়এই ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে শুরু এই টুর্নামেন্টের ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলগুলো উপজেলা পর্যায়ে, উপজেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দল জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত খেলায় অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ট্রাকস্যুট, মোজা ও কেডস, ক্যাপ এবং খেলোয়াড়দেরকে খেলায় জার্সি দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণকারী দলের প্রতিটি দলের খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে মেডেল দেওয়া হয়। জাতীয় পর্যায়ের চ্যাম্পিয়ন দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১৫,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। রানার আপ দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ১০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। ৩য় স্থান অধিকারী দলের সকল খেলোয়াড়, কোচ এবং ম্যানেজারকে ৭,৫০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং বিজয়ী দলকে ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকার প্রাইজ মানি ও ট্রফি দেওয়া হয়। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৩০,০০০/- টাকা করে নগদ অর্থ পুরস্কার এবং ট্রফি প্রদান করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী ১৬টি দলকে সরকারী অর্থে ঢাকায় আবাসন, খাবার এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ:

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে আনয়নের নিমিত্ত ব্যাপক প্রচারণা ও জনগণকে উদ্বোদ্ধকরণের জন্য প্রতি বছর জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এ শিক্ষা সপ্তাহের মাধ্যমে উপজেলা/থানা পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী শিক্ষক, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কর্মচারী এবং কর্মকর্তাকে পদক, প্রাইজমানি হিসেবে নগদ অর্থ ও সনদ প্রদান করা হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহের উদ্ধোধনী দিবসে মহামান্য রাষ্ট্রপতি অথবা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ের পুরস্কার প্রদানের ফলে এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের মাঝে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হয়।

৫। প্রাথমিক শিক্ষায় **উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার চর্চা:**

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে SDG এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় ইনোভেশন চর্চা বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিবছর অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কতৃক ইনোভেশন শোকেসিং এবং অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায় থেকে উদ্ভাবনী ধারণা সংগ্রহপূর্বক যাচাই বাছাই করে বাস্তবায়ন করার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ১১৫টি ইনোভেশন ধারণার মধ্যে ৩ ইনোভেশন আইডিয়া বিভাগীয় ও ৩ টি জেলা পর্যায়ে এবং ১ টি ইনোভেশন আইডিয়া জাতীয় পর্যায়ে রেপ্লিকেশন করা হয়।

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত দপ্তর/সংস্থার জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিগুলো কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অত্র দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে শুদ্ধাচার বিষয়ক অরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করেছে এবং অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করেছে।

৬। ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য (২০১৮-১৯ অর্থবছর):

ক। প্রাথমিক স্তরের (১ম-৫ম শ্রেণির) জন্য সর্বমোট ৯,৮৮,৯৯,৮২৪ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

খ। প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ৩৪,২৮,০১০ টি আমার বই, ৩৪,২৮,০১০ টি অনুশীলন খাতা মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

গ। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রাক-প্রাথমিক পঠন-পাঠন সামগ্রী এবং ১ম-২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (চাকমা, মারমা, গারো, ত্রিপুরা, সাদরি)।

১. আমার বই- ৩৪,৬২২ টি।
২. অনুশীলন খাতা- ৩৪,৬২২ টি।
৩. ১ম শ্রেণির -১,১৮,৯৩৫ টি।
৪. ২য় শ্রেণি-৮৮,৬০৫ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে।
৫. প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং ১ম ও ২য় শ্রেণির নমুনা কপিসহ সর্বমোট ২,৭৭,০৬৮ টি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

ঘ। শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করার জন্য চার রংয়ের আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করা হয়। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি সারাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি এবং প্রাথমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বই উৎসব পালনের মাধ্যমে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। দেশের বাহিরে বিদেশে বাংলাদেশী মিশনে অবস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও ১ জানুয়ারি বই উৎসব পালন করে থাকে।

৭। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবসসমূহ পালন যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এঁর জন্ম দিবস ও ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস ইত্যাদি। জাতীয় দিবসসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং সরকারি নির্দেশনানুযায়ী বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

(খ) পলিসি ও অপারেশন বিভাগঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাঃ

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় আনন্দময় পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ ও উপকরণ ক্রয় বাবদ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৪,৯৯৪ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৫টি পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) করে মোট ৬৪,৯৯,৪০,০০০/- (চৌষট্টি কোটি নিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, মেধা ও গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় রেখে আকর্ষণীয়, উপভোগ্য, চিত্তাকর্ষক ও শিশুতোষভাবে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুই বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একীভূত শিক্ষাঃ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ সকল শিশুদের মূলধারায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা নিশ্চিতকল্পে মাঠপর্যায়ে প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ (হুইল চেয়ার, ক্রাচ, শ্রবণযন্ত্র, চশমা ইত্যাদি) ক্রয় ও বিতরণের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতিটি উপজেলায় চাহিদার ভিত্তিতে মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অটিজম ও এনডিডিসহ বিশেষ চাহিদসম্পন্ন শিশুদের মূলধারায় সম্পৃক্তরণের লক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০ টি জেলায় সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। 'National Strategy Action Plan for Neuro-Developmental Disorder (NDDs) 2016-21' বাস্তবায়নের এর আওতায় ৬৪ জেলার ৬৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ২৪০ জন শিক্ষককে অটিজমসহ একীভূত শিক্ষা বিষয়ে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ঢাকার কেরাণীগঞ্জ উপজেলায় ১৫০ জন শিক্ষক এবং ৭৫০ অংশীজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাল্টিলিংগুয়েল এডুকেশন (এমএলই) বাস্তবায়নের আওতায় ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোপূর্বে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকসহ সকল শিখন সামগ্রী প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগঃ

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের জন্য ১৮,০৯১ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৩৭১৬টি প্রধান শিক্ষকের শূণ্যপদ সরাসরি পূরণের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পিএসসিতে চাহিদা প্রদান করা হয়েছে যা পূরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রিড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতাঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আন্ত:প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা পরিচালনা বাবদ ৬৫,৬৯৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে যেখানে মোট ১৫টি ইভেন্টে প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যালয় হতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে।

(গ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ :

এক নজরে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি:

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	বাস্তব অগ্রগতি
১	চাহিদাভিত্তিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	১০,০৩৯ টি
২	ওয়াশব্লক নির্মাণ	২৯২০ টি
৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাইনর মেরামত	১১,৯৫৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুটিন মেইনটেনেন্স	৪২,৬৬২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেজর মেরামত	১০২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাহিদাভিত্তিক খেলার সামগ্রী স্থাপন	৫০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৭	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানির উৎস স্থাপন	৭৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ওয়াশব্লকের মেজর মেরামত	১০০০টি
৯	ওয়াশব্লকের রুটিন মেইনটেনেন্স	২৮৫০০টি
১০	ডিডি, ডিপিইও, ইউআরসি ও পিটিআই এ পানি ও পয়ঃনিস্কাশন	৩৩টি অফিস
১১	ডিপিইও, ডিডি অফিসে রুটিন মেইনটেনেন্স	৬৪+৮=৭২ অফিস
১২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ ফান্ড	৬৫০০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি ফান্ড	৫২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহ নির্মাণ/ মেরামত-সংস্কার
১৪	প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট (এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি এর আওতায়)	১০০০০ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ এ কার্যক্রম সমন্বয়ের মূল দায়িত্ব পালন করে থাকে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে সরকার বিশেষ করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বৈষম্যহীন ও উন্নত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মানসম্মত ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণসহ একীভূত শিক্ষা (ইনক্লুসিভ এডুকেশন) নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষম বন্টনেরও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডুকেশন ইন ইমারজেন্সি এর আওতায় ৫২৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মোট ১০ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং এ কাজ সরাসরি এসএমসি কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি গাইড লাইনের আলোকে এ টাকার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে অস্থায়ী গৃহনির্মাণ/জরুরি মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ে বালক-বালিকা উভয়ের জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু আছে। বর্তমানে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ উপকারভোগী শিক্ষার্থী রয়েছে (লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ)। মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে যা শিক্ষার্থীর মা কিংবা মায়ের অবর্তমানে নিকট স্বজনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু রয়েছে। এতে প্রায় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থী উপকৃত হচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অংশ হিসেবে এ সকল কর্মসূচি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা কোটা সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মধ্যে প্রায় ৭০% শিক্ষিকা রয়েছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৫১% ছাত্রী। শিক্ষায় সমাজ উদ্বুদ্ধকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বর্তমানে বিদ্যালয়ে শিশু ভর্তির হার প্রায় আটানব্বই শতাংশ। শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ১৮.৬ হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে প্রণীত গাইডলাইনের ভিত্তিতে স্কুল লেভেল ইম্প্রুভমেন্ট প্ল্যান (SLIP) এবং উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন প্ল্যান (UPEP) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্লিপ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। এ খাতে ৩৭৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। স্লিপ গাইডলাইন ও ইউপেপ গাইডলাইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং স্লিপ গাইডলাইন বিদ্যালয় পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে কাব-স্কাউটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম চালু রয়েছে। স্কুল হেলথ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে বছরে দু-বার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিবছর দেশব্যাপী উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সকল স্তরের দপ্তরসমূহ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরেও উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। অক্টোবর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্টলটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ স্টলের পুরস্কার লাভ করে। প্রাথমিক শিক্ষার সকলস্তরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও SDG এর সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

২০১৮-১৯ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিভিন্ন বিষয় পিইডিপি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পিইডিপি-৪ এর আওতায় ০৩টি মূল কম্পোনেন্ট এর অধীনে ২১টি সাব কম্পোনেন্ট বাস্তবায়িত হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বিদ্যালয়ে চাহিদা ভিত্তিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন ও ওয়াশব্লক নির্মাণ, বিদ্যালয় ও উপজেলা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত উপকরণ/ সামগ্রী প্রদান, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি সরবরাহকরণ, প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ ইত্যাদি। সার্বিকভাবে বলা যায়, বিগত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সরকারের বাজেট অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্লিপ (SLIP) কার্যক্রম:

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠপর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের অন্যতম হাতিয়ার হলো স্লিপ কার্যক্রম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিইডিপি৪ এর আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বিবেচনায় ৪টি ক্যাটাগরিতে বিদ্যালয় প্রতি ৫০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্লিপ গ্র্যান্ট হিসেবে অর্থ প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি:

প্রথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির আওতায় প্রয় ৩০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে উচ্চ পুষ্টিমান সম্পন্ন বিস্কুট প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ২০১৮ শিক্ষা বর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রস্ক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রী ও উপকরণ পেয়েছে।

(ঘ) প্রশিক্ষণ বিভাগ:

পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এওপিভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর আওতায় প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকর্তা-শিক্ষকগণের বিভিন্ন প্রকার দেশীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের শিক্ষক,কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণের বিস্তরণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রশিক্ষণ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। পিইডিপি৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে প্রধান শিক্ষকদের লিডারশীপ প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তাদের একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ, ইনডাকশন ট্রেনিং ফর নিউলি রিক্রুটেড এ্যাসিসটেন্ট টিচার, ইনডাকশন ট্রেনিং ফর প্রি-প্রাইমারী টিচার, শিক্ষকদের আইসিটি ইন এডুকেশন ট্রেনিং, Competency Based Test Items Development, Marking and Administration ট্রেনিং, সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকদের ডিপিএড বিষয়ে বেসিক প্রশিক্ষণ অন্যতম।

পিইডিপি৪ এর আওতায় মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠদানকে সহজতর করার লক্ষ্যে আইসিটি ইন এডুকেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবনিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য চাকুরীর শুরুতে ইনডাকশন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিকালীন দায়িত্ব এবং পাঠদান কার্যক্রম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়। মার্কার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ, উত্তরপত্র যথাযথভাবে মূল্যায়ন এবং প্রশ্নপত্র কিভাবে প্রণয়ন করতে হয় তা অবহিত করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনে একাডেমিক সুপারভিশনের কোন বিকল্প নেই। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইন্সট্রাক্টর ও সহকারী ইন্সট্রাক্টর (উপজেলা রিসোর্স সেন্টার) শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও একাডেমিক সুপারভিশন করে থাকেন। সর্বোপরি প্রধান শিক্ষকগণ নিজ বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও একাডেমিক সুপারভিশন করে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭২০ জন কর্মকর্তাকে একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়ে থাকে। Modern School Management Practice বিষয়ে নির্বাচিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের মধ্য হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৭৫ জনকে ৭ দিন ব্যাপী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৭টি পিটিআইতে ডিপিএড কোর্সে অধ্যয়নরত ২টি সময়কালে ১১৯৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী বেসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। ১৪৫৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। উক্ত প্রশিক্ষণ বাবদ ৭২২০.৩৬ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সহযোগে নিড বেইজড পুস্তিকা তৈরিপূর্বক শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। যা প্রত্যেক শিক্ষককে শ্রেণি পাঠদান উপস্থাপন এবং শিখন ফল অর্জনে সহায়তা করে।

পিইডিপি ৪ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এওপিভিত্তিক প্রশিক্ষণ বিভাগের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

এওপি নম্বর	কার্যক্রমের নাম	আরএওপি এ বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ) টাকা	ব্যয়িত টাকা	মন্তব্য
032	DPEd 2nd Shift Allowance	২৯৮.৫০	১০৪.১৭৬	কার্যক্রম সম্পন্ন
033	Diploma in Primary Education (DPEd) Stipend	৭২২১.০০	৭২২০.৩৬	কার্যক্রম সম্পন্ন
042	Induction Training for newly recruited Assistant Teachers	১৪০০.০০	১৩৯৭.৩০	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
043	Induction Training for newly recruited Pre-Primary Teachers	১০০০.০০	৯৯৮.৪৪	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
044	Need based sub-cluster training for all Teachers	৪৯৫০.০০	৩৩৮৫.৮০	সময় স্বল্পতার কারণে তৃতীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ হয়নি
045	ICT in education Training for School Teachers	৪০০০.০০	৩৯৯৪.০৬	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
046	Leadership training for Head Teachers	১৩০০.০০	১২৯১.৪৯	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
049	Overseas training/visits	২৫.৫০		
050	Academic Supervision training for AUEO/ATEO	১০৩.৬০	১০১.৪৯	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
051	Overseas One Year Master's Degree	২৫০.০০	১৮৮.৪৮	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
076	Competency Based Test Items Development, Marking & Test Administration	২০০০.০০	১৯৯৯.০৬	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন
040	CPD Framework Development Study	৫০.০০	৪৪.৪৫	কার্যক্রম সম্পন্ন

(ঙ) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন:

পরিদর্শন এবং ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম:

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ই মনিটিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থায় ই-মনিটরিং ও ই-প্রাইমারী স্কুল সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়েছে যা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রত্যেক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাকে ই-মনিটরিং এ্যাপস্ এর মাধ্যমে বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য স্মার্ট ডিভাইস ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ডিভাইসসমূহ মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ঢাকা মহানগরীকে পেপারলেস পরিদর্শন ঘোষণা করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর কর্মকর্তাগণ অনলাইনে শতভাগ বিদ্যালয় পরিদর্শন করছেন।

বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (Annual Primary School Census) ও বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report):

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে প্রতিবছর বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি (APSC) প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এটি প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা। ২০১৮ সালেও বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য গবেষণালব্ধ ও পরিকল্পনার কাজে ব্যবহৃত হয় বিধায় দেশের সকল ক্যাটাগরির প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষার্থী সংখ্যা, ভূমির তথ্য, স্যানিটেশন ও ওয়াশ-ব্লকসহ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্লিপ অনুদান ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, ক্যাচমেন্ট এলাকার শুমারিকৃত শিশুদের তথ্য ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয় সকল তথ্য যেমনঃ GER, NER, Cycle Dropout Rate, Survival Rate, Repetition Rate, Attendance Rate, Absenteeism Rate, GPI (GER), GPI (NER), Year inputs per graduate সন্নিবেশিত করে প্রতিবছর APSC প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়, তাই এটিকে প্রাথমিক শিক্ষার দর্পন (Mirror) বলা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন হচ্ছে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা Annual Sector Performance Report (ASPR). যা প্রতিবছর প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উক্ত প্রতিবেদন প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানোন্নয়নে বিভিন্ন সূচক যেমনঃ PSQL (Book distribution, SLIP grant, Assistant Teachers and Sub-Cluster training) এবং KPI (Primary education completion examination, Out of school children (boys and girls), Gender Parity Index of GER, GER (EFAs), NER (EFAs) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এ সকল সূচকের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (Annual Sector Performance Report) প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষার্থী মূল্যায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, যা এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

(চ) অর্থ বিভাগ:

অর্থ বিভাগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতের এবং চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি৪) এর বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন এবং নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ আথিক বছরের বাজেট iBAS++ এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেমের মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ প্রেরণ করে হিসাব রক্ষণ অফিসের মাধ্যমে বিল পাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। iBAS++ কর্তৃক জেনারেটকৃত আর্থিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই ২০১৮-১৯ আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত এবং পরিচালিত Online Accounting Information System (DPE AIS) কে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নতুন আর্থিক কোড অনুসারে আপডেট করা হয়েছে। DPE AIS এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায় হতে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের চাহিদা সংগ্রহ করে সে আলোকে বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের বরাদ্দ প্রেরণের ক্ষেত্রে DPE AIS সিস্টেম ব্যবহার করে বরাদ্দপত্র প্রেরণ এবং ডিডিওগণের মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে বরাদ্দের তথ্য প্রেরণের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আর্থিক বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২ দিনের প্রশিক্ষণেরর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা ২০১৯-২০ আর্থিক বছর হতে শুরু হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সঠিক এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের আওতায় একটি স্বতন্ত্র অডিট সেল গঠন করা হয়েছে।

(ছ) তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ:

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ বিভিন্ন দপ্তরে মেশিনারী দ্রব্য প্রদান, মেরামত, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি খাতে অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হলো: সমগ্র বাংলাদেশে এ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি বিদ্যালয়ে ৩৬,৭৪৬টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং ৫১০০০টি সাউন্ড সিস্টেম বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষায় ই-মনিটরিং সিস্টেম সর্বত্র চালু করার লক্ষ্যে ৩৭০০টি ট্যাব ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও তদূর্ধ কর্মকর্তাদের ই-মনিটরিং করার জন্য বিতরণ করা হয়েছে। সারা দেশে এখন ট্যাবের মাধ্যমে ই-মনিটরিং কার্যক্রম চলমান। এছাড়া, ১২টি নতুন পিটিআই এর মধ্যে ১১টিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ৫৫টি পিটিআই আইসিটি ল্যাবে আরো ১০টি করে নতুন ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ২টি করে এসি সরবরাহ করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় সরকারি-বেসরকারি সেবার মানোন্নয়ন ও ডিজিটাল সেবার অগ্রগতি প্রদর্শনের অংশ হিসাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৭ মেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। উক্ত মেলায় অনলাইন সেবা কার্যক্রম যথা: ই-প্রাইমারি স্কুল সিস্টেম, শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ডিজিটাল পদ্ধতি, ই-এপিএসসি, অনলাইন বই বিতরণ ব্যবস্থাপনা, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি পরীক্ষা প্রাথমিক বৃত্তির রেজাল্ট অনলাইনে প্রকাশ, অনলাইন একাউন্টিং সিস্টেম সফটওয়ার প্রদর্শন করা হয়।

আইসিটি বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাথমিকের ১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ২১টি বইয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ডিভিডি প্রেরণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহারের জন্য ৬৬টি পিটিআইতে উচ্চ প্রযুক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার সমৃদ্ধ আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে, ৫৫টি ল্যাবে ৩০টি করে এবং ১১টি ল্যাবে ২০টি করে কম্পিউটার, ১টি করে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়েছে। ৬০ হাজারের বেশী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে আইসিটি কন্টেন্ট তৈরির বিষয়ে ১২দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১,৩১,৫৪৪ জন শিক্ষককে বর্তমান শিক্ষক বাতায়নে সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতি বছর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রায় ৩৩ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীর ফলাফল প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নিজস্ব ডাটা সেন্টারে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া এসএমএস এর মাধ্যমেও সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল অভিভাবক ও ছাত্র/ছাত্রীরা সংগ্রহ করতে পারছে;

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অন্যান্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মোবাইল এসএমএস ও অনলাইন সার্ভিসের মাধ্যেমে দরখাস্ত গ্রহণ করা হয় এবং সকল দরখাস্থকারীর প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার সময়সূচি অবগত করানো মোবাইল এসএমএসের মাধ্যমে হয়ে থাকে;

সারাদেশের ৬১টি জেলায় শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কার্যক্রম অনলাইন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও জেলা পর্যায়ে সরাসরি প্রশ্নপত্র প্রিন্ট এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে অতি স্বল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও অধিক স্বচ্ছতার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ কার্যক্রম সমাধা করা হয়েছে;

দেশের সকল উপজেলায় ই-মনিটরিং প্রোগ্রাম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক যেকোন স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করে উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শন তথ্য ডিপিই সার্ভারে সরাসরি আপলোড করতে পারবে। এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে চালু করা হচ্ছে।

(জ) প্রকিউরমেন্ট বিভাগ:

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীন প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর বিধান অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়;
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতাধীন এবং পিইডিপি-৪ এর সংস্থান মোতাবেক যাবতীয় প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম এ বিভাগের আওতায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে;
- বিভিন্ন লাইন ডিভিশন হতে প্রাপ্ত প্রকিউরমেন্ট চাহিদা অনুযায়ী পণ্য, কার্য ও সেবা প্রকিউর করা হয়;
- বর্তমানে ইজিপি-এর মাধ্যমে অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়।

৩.০ এক নজরে প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম:

৩.১ চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ৪):

১.	প্রকল্পের নাম	:	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)
২.	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		১২৮০৫৫৯
	(ক) মোট	:	৩৮,৩৯৭.১৬ কোটি টাকা
	(খ) জিওবি	:	২৫,৫৯১.৫৭ কোটি টাকা
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২,৮০৫.৫৯ কোটি টাকা (পিএ)
			বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে
	(ক) উন্নয়ন সহযোগী দেশ/ সংস্থার নাম	:	বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ইইউ, ডিএফআইডি, ডিফাট (অষ্ট্রেলিয়া), গাক (কানাডা), ইউনিসেফ
	(খ) অর্থায়নের ধরণ	:	ঋণ (বিশ্বব্যাংক ও এডিবি) এবং অনুদান সহায়তা (অন্যান্য) (বাজেট সাপোর্ট)
৪.	**প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও উৎস**	:	

(কোটি টাকায়)

উৎস/ধরণ		জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য উৎস	প্রকল্পের সাহায্যের উৎস
ঋণ	:	-	৯,৫৩৮.১০	-	-	বিশ্বব্যাংক, এডিবি
অনুদান	:	২৫,৫৯১.৫৭		-	-	বিশ্বব্যাংক, এডিবি, জাইকা, ইইউ, ডিএফআইডি, ডিফাট (অষ্ট্রেলিয়া), গাক (কানাডা), ইউনিসেফ
ইকুইটি	:	-	৩,২৬৭.৪৯	-	-	-
অন্যান্য	:	-	-	-	-	-

৫.	**প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল**	: জুলাই, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত।
৬.	**প্রকল্প এলাকা**	: সমগ্র বাংলাদেশ।
৭.	**বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ**	: প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। গত ২২ মে ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জুলাই ২০১৮ প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়।

৮. **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে** :

৮.১ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল ছেলে মেয়েকে প্রি-প্রাইমারী এবং ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত গুনগতমান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

৮.২ পাঠ্যসূচীতে নির্ধারিত শ্রেণিভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক শিখন যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানোর গুণগতমানের উন্নয়ন সাধন;

৮.৩ সকলের জন্য এমন একটি শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা যা সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সহায়তা, শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে;

৮.৪ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুশাসন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক আর্থিক সংস্থান এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে একটি কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৯. **প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম** :

প্রস্তাবিত পিইডিপি-৪ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে–

- প্রি-প্রাইমারী এবং ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বর্তমান পাঠ্যসূচীর সংশোধন এবং সকল বিদ্যালয়ে যোগ্যতাভিত্তিক টিচিং-লার্নিং শিক্ষা উপকরণ প্রদান ও নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ;
- ২৬,০০০ জন প্রি-প্রাইমারী শিক্ষকসহ সর্বমোট ৬১,১৬৬ জন শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রকল্প থেকে বেতন ভাতাদি প্রদান;
- ১,৩৯,১৭৪ জন শিক্ষকের ডিপ-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৫৫০০০ জন শিক্ষকদের ইনডাকশন/প্রাতিষ্ঠানিক/বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৩,০০০ জন শিক্ষকের সাব-ক্লাস্টারে প্রশিক্ষণ, ২০,০০০ জন শিক্ষকের আইসিটি ট্রেনিং;
- ৬৫,০০০ জন শিক্ষকের লীডারশিপ ট্রেনিং;
- ২৫৯০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা/ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ২০,০০০ জন কর্মকর্তা ও শিক্ষকের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ;
- ২০০ জন শিক্ষক/কর্মকর্তাদের ১ বছর মেয়াদী বৈদেশিক মাস্টার্স কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান;
- ১১৪০ জন প্রশিক্ষক ও ১৩০,০০০ জন প্রাথমিক শিক্ষকদের ব্রিটিশ কাউন্সিলের মাধ্যমে ইংরেজি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিশ্ব গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন;
- সকল বিদ্যালয়কে প্রি-প্রাইমারী শিক্ষার উপোযোগিকরণ;
- বিদ্যালয়ের জন্য ৬৫,০০০টি ল্যাপটপ; মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর; স্পীকার ক্রয়;
- ডিপিই সদর দপ্তর; পিটিআই; অন্যান্য জেলা অফিসের জন্য ১৭৯৩টি কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ক্রয়;

- প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা;
- ৪০,০০০টি অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ; ১০,৫০০ জন প্রধান শিক্ষকের কক্ষ নির্মাণ;
- নেপ-এর প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন;
- চাহিদাভিত্তিক আসবাবপত্র সরবরাহ;
- ২৯,০০০টি পুরুষ ও ২৯,০০০টি মহিলা ওয়াশ ব্লক নির্মাণ;
- ১৫,০০০টি বিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা করা;
- প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বহির্ভূত ১০,০০,০০০ জন শিশুকে শিক্ষা প্রদান;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, এ সংক্রান্ত শিক্ষা সহায়ক যন্ত্র সরবরাহ;
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ (৬৫,০০০) ও দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কার্যক্রম;
- আইসিটি সিস্টেম, পরিবীক্ষণ, রিপোর্টিং ও মূল্যায়ন শক্তিশালীকরণ এবং আইসিটি মনিটরিং ড্যাশবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি চালুকরণ;
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে ভর্তির হার বৃদ্ধিকরণ;
- শিখন অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্যে স্লিপ ও ইউপেপ ফান্ড সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যালয় ও উপজেলাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও দায়বদ্ধতা শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি;
- ২৪০টি যানবাহন ক্রয়; এবং
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জন্য পেট্রোল লুব্রিকান্ট এবং ফুয়েল ও গ্যাস; অনিয়মিত শ্রমিক; স্টেশনারী; পরামর্শক সেবা ইত্যাদি।

১০. চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার লক্ষ্যে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার মতামত/সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন (Recast) করা হয়েছে। গত ২২ মে ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়।

১১. গত ১২ আগষ্ট ২০১৮ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে "চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)"-শীর্ষক কর্মসূচির স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের AOP ও APP অনুমোদন করা হয়।

১২. এ কর্মসূচির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে "চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)"-শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ১ম কিস্তি বাবদ ২৩০০০০.০০ লক্ষ (জিওবি ২২৩৭৪৭.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৬২৫৩.০০ লক্ষ) টাকা এডিপি'তে বরাদ্দ প্রদানের জন্য গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ চাহিত বরাদ্দ গত ১৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুমোদন করে।

১৩. এ পর্যায়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে "চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)"-শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে ২৩০০০০.০০ লক্ষ (জিওবি ২২৩৭৪৭.০০ লক্ষ ও প্রকল্প সাহায্য ৬২৫৩.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করায় উক্ত অর্থ iBAS++ সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.২ রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (ROSC) ফেইজ-২ প্রকল্প

বাংলাদেশের দরিদ্র এবং অনগ্রসর পরিবারের অনেক শিশু, অর্থের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনের আগেই বিদ্যালয় হতে ঝরে পড়ে। কখনও বিদ্যালয়ে যায়নি বা ভর্তি হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে ঝরে পড়েছে এরকম ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে রস্ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হয়। রস্ক প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষা কেন্দ্রের নাম আনন্দ স্কুল। প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. **প্রকল্পের নাম ঃ** রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) ফেইজ-২ প্রকল্প

২. **বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ** প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩. **প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ** প্রাথমিক শিক্ষা পরিষেবা পর্যাপ্ত নয় এমন সব নির্বাচিত এলাকার বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের জন্য সমতাভিত্তিক অভিগম্যতা সৃষ্টি, তাদের ধরে রাখা এবং শিক্ষাচক্র সমাপন ব্যবস্থার উন্নয়ন করাই হচ্ছে প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য।

৪. **প্রকল্পভুক্ত এলাকা ঃ** গ্রামীন পর্যায়ে ৫২টি জেলার ১৪৮টি উপজেলা। তবে ২০১৯ সালে ৫৮টি উপজেলায় রস্ক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

৫. **প্রকল্পের সময়কাল ঃ** রস্ক ১ম পর্যায় প্রকল্পে মেয়াদ ২০০৫ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত
রস্ক ২য় পর্যায় প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৬. **প্রকল্পের টার্গেট গ্রুপ (মূল সুবিধাভোগী) ঃ** ২১,৩৬১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,২০,০০০ বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুর শিক্ষা লাভের দ্বিতীয় সুযোগ (Second Chance) সৃষ্টি করা হয়েছে।

৭. **প্রকল্পের আর্থিক বরাদ্দ ঃ**

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা পরিমান (মিলিয়ন ডলার)	জনু ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় (মিলিয়ন ডলার)	অব্যয়িত	মন্তব্য
০১	বিশ্বব্যাংকের মূল চুক্তি অনুযায়ী বরাদ্দ	১৩০.০০	১১৪.৪৮	১৫.৫২	
০২	বিশ্বব্যাংকের সাথে চুক্তি অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ	২৫.০০	০০	২৫.০০	মায়ানমার থেকে জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন অংশে রোহিঙ্গা শরনার্থী আশ্রয় গ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থ সামাজিক সহায়তা ও আশ্রিত শিশুদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান
০৩	বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা	৭.০০	৫.৫০	১.৫	
		১৬২.০০	১১৯.৯৮	৪২.০২	

৮. **গ্রামীণ পর্যায়ে প্রকল্পের আওতাভুক্ত ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে চলমান আনন্দ স্কুল ও শিক্ষার্থী সংখ্যা :**

ক্রঃ নং	শ্রেণি	আনন্দ স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা
০২	৫ম শ্রেণি	১৯১৬	৩৬৮৭২

৮.১. গ্রামীণ পর্যায়ের আনন্দ স্কুলের বৈশিষ্ট্য/পরিচিতি ঃ

ক) স্কুলে ভর্তির সময়ে শিক্ষার্থীর বয়স ৮-১৪;

খ) যে সব শিশু কোন দিন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি, বা পূর্বে বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেনি;

গ) প্রতিটি নতুন আনন্দ স্কুলে ০৫-৩৫ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে;

ঘ) একটি আনন্দ স্কুলে ১ জন শিক্ষক;

ঙ) একটি ঘর বা ক্লাশরুম;

চ) জাতীয় পাঠ্যক্রম (এনসিটিবি) প্রণীত বই পড়ানো হয়;

ছ) দৈনিক কমপক্ষে ২১/২ থেকে ৩ ঘন্টা ক্লাস পরিচালনা;

জ) সপ্তাহে ৬ দিন স্কুলে ক্লাস হয়।

৮.২. গ্রামীণ পর্যায়ে আনন্দ স্কুলে প্রাপ্ত সুবিধাদি বহাল রাখার শর্তসমূহ ঃ

- ৫ম শ্রেণিতে কমপক্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে।
- ৫ম শ্রেণিতে ৫-১৪ জন হলে শিক্ষক আনুপাতিক হারে বেতন পাবেন।
- প্রতি সেমিষ্টারে (জানু-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর) ক্লাসে প্রতি শিক্ষার্থীকে গড়ে ৮০% ভাগ উপস্থিত থাকতে হবে।
- সকল পরীক্ষায় পাশ নম্বর পেতে হবে।

৯. নগরবস্তি আনন্দস্কুল কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় ১০টি সিটি কর্পোরেশনে আরবান স্লাম আনন্দ স্কুল কার্যক্রম চলমান আছে। এ শিক্ষা কার্যক্রমে এক্সিলারেটেড মডেলে তিন বছর মেয়াদের প্রাথমিক শিক্ষা কোর্স প্রদান করা হয়। ১০টি সিটি কর্পোরেশনের আওতায় ৩২৫টি কম্পাউন্ডে ১৫১৮টি এলসিতে মোট ৪০,১০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। এ স্কুলের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

- কম্পাউন্ড এপ্রোচ;
- একটি কম্পাউন্ডে ৪টি হতে ৮টি টি শিখনকেন্দ্র (কম বেশি হতে পারে);
- শিক্ষক ৩ থেকে ৫ জন (কম বেশি হতে পারে) এক জন শিক্ষক চাইল্ড ক্লাব ফ্যামিলিটেটর;
- শিক্ষার্থী ১০০ থেকে ২০০ জন (কম বেশি হতে পারে);
- সহপাঠক্রমিক শিক্ষার জন্য চাইল্ড ক্লাবের সুযোগ;
- প্রতিদিন ৩ ঘন্টা ক্লাস পরিচালনা করা;
- শিক্ষার্থীদের সুবিধা অনুযায়ী দুই শিফ্‌টে ক্লাস পরিচালনা করা এবং সর্ব নিম্ন প্রান্তিক ব্যয়ের নিশ্চয়তা;
- সপ্তাহের পাঁচদিন স্কুল পরিচালনা করা;
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার;
- স্থানীয় এলাকাবাসী কর্তৃক আনন্দ স্কুল কম্পাউন্ড প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা;
- প্রতিটি স্কুল কম্পাউণ্ডে ২টি এলসি একটি কক্ষে (সকালে একটি এবং বিকেলে একটি হিসেবে) কার্যক্রম পরিচালিত হয় বিধায় ৩টি হতে ৫টি কক্ষ রয়েছে। যার মধ্যে একটি চাইল্ড ক্লাব রয়েছে।

১০. প্রি-ভোকেশনাল স্কিলস প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

রস্ক ১ম পর্যায়ের ৯০টি উপজেলায় ২৫,০০০ শিক্ষার্থীকে প্রি-ভোকেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২২টি ট্রেডের মধ্যে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, টেইলরিং এন্ড ড্রেস মেকিং, টিভি সার্ভিসিং, ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং, বিউটিকেয়ার, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার কন্ডিশনিং, মটরসাইকেল মেরামত, পেট্রল এবং ডিজেল ইঞ্জিন মেকানিক্স, হ্যান্ডএমব্রয়ডারী, পাওয়ার টিলার এন্ড পাম্প মেশিন অপারেটর, ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্যুয়িং মেশিন অপারেটর, ব্লক বাটিক এন্ড স্কিন প্রিন্টিং ট্রেডে **১৬,৫০০ জন** শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৮,১২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৯-২০২০ সালে কক্সবাজার জেলার ০৮টি উপজেলা ও বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ৮৫০০ জনকে প্রি-ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

১১. গ্রামীণ পর্যায়ে প্রকল্পের অর্জন (৫ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের তথ্য) ঃ

সমাপনী পরীক্ষার সাল	ডিআরকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	পাসকৃত শিক্ষার্থী	শতকরা হার	মন্তব্য
২০০৯	১৫,৬৫৯	৬,৮০৫	৪৩.৪৬%	
২০১০	৭৬,৬৪৯	৩৭,৩০৮	৪৮.৭০%	২৬ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত
২০১১	২৮,৪৫৯	২০,৮৮০	৭৩.৪০%	১২২ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত
২০১২	৪০,৩৬৭	৩৩,২১৮	৮২.৩০%	৮৯ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৪	৩০,১৯২	২১,৬৬০	৮৭.৫০%	৯৩ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৫	৩০,৭৫৯	২৪,১০৩	৯১.৮৫%	১৩৭ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৭	৩১,৫৮১	২৪৫৬৯	৭৭.৮০%	৬২ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
২০১৮	৭২,৩৩৩	৬০৪৭৬	৮৩.৬১%	৫০৫ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত
মোট =	৩,২৫,৯৯৯	২,২৯,০১৯		

৩.৩ দারিদ্রপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্প:

পটভূমি: বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি তাদের ইমারজেন্সী প্রোগ্রামের আওতায় ২০০১ সালে যশোর জেলায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করে। পরবর্তীতে যশোর জেলার অভিজ্ঞতা ইতিবাচক হওয়ায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচিকে তাদের নিয়মিত কান্ট্রি প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি'র তত্ত্বাবধানে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পরামর্শক দ্বারা সম্পাদিত সমীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যেসকল উপজেলাতে ফিডিং কর্মসুচি চালু ছিল, সে সকল উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থী ভর্তির হার, উপস্থিতির হার, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপনীর হার, নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বেশী ছিল। এ ছাড়া ফিডিং উপজেলায় ড্রপ আউটের হারও নন ফিডিং উপজেলার তুলনায় কম ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার বুনিয়াদ হিসেবে বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি পরিচালিত সমীক্ষা বিবেচনায় নিয়ে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে প্রথমবারের মত অপেক্ষাকৃত দারিদ্র পীড়িত উপজেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্কুল ফিডিং প্রকল্প গ্রহণ করে এবং জুলাই ২০১০ সাল থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি এ প্রকল্পে একদিকে যেমন কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করছে, অন্যদিকে তেমনি একই প্রকল্পের অধীনে নিজস্ব অর্থায়নে ফিডিং কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করে চলেছে।

প্রকল্পের শুরু থেকেই বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশে বাস্তবায়িত হলেও সরকারি অংশে নভেম্বর ২০১১ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় ৫৬,৬৩৫ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু হয়। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীর জন্য ২০ জুন ২০১৭ তারিখে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৬ জুলাই ২০১৭ তারিখে ৩য় সংশোধনী অনুমোদনের অফিস আদেশ প্রদান করা হয়। ৩য় সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ায় দেশের দারিদ্র প্রবণ ১০৪টি (জিওবি অংশে ৯৩ ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী'র অংশে ১১টি) উপজেলায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

১. প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য:

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী দরিদ্র শিশুদের ভর্তি হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা রোধকরণ
- প্রাথমিক শিক্ষা চক্রের সমাপ্তির হার বৃদ্ধিকরণ
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করা
- প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন

২. **প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়ের ধরণ:**

- প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণগহ);
- প্রকল্প এলাকার ১৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ও চালুকৃত বিদ্যালয়;
- প্রকল্পভূক্ত শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়;
- প্রকল্প এলাকার স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা;

৩. **উপজেলা প্রকল্পভুক্তকরণের বৈশিষ্ট্য:**

বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী ও বাংলাদেশ ব্যুরো স্টাটিসটিক্স কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত দারিদ্র মানচিত্র (Poverty Map) অনুযায়ী দারিদ্র প্রবণ উপজেলাসমূহ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রকল্পটি জুলাই ২০১০ সাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধি চলমান আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটি ৩ বারের জন্য সংশোধন করা হয়েছে। ৩য় সংশোধনে সরকারি অংশে প্রকল্পের কর্মএলাকা সম্প্রসারিত হয়েছে। সংশোধনীর বিবরণ নিম্নরুপ:

৩য় সংশোধিত ডিপিপি:

২০১৭ সনের ০১ জুলাই হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ২২ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৮২টি উপজেলার সংস্থানের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০১৮ সনের ০১ জানুয়ারি বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী অংশের ৩টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে ফলে, জিওবি অংশে মোট উপজেলার সংখ্যা হবে ৮৫টি এবং বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১৯টি। ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে আরো ৯টি উপজেলা জিওবি অংশে হস্তান্তরিত হবে। সেক্ষেত্রে ২০১৮ সনের ০১ জুলাই থেকে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর অংশে ১০ টি উপজেলা এবং জিওবি অংশে ৯৪টি উপজেলার সংস্থান রাখা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়: মোট: ৪৯৯১৯৭.২৯ (জিওবি: ৩৭৩৭০৬.৮২, প্রকল্প সাহায্য: ১২৫৪৯০.৪৭) মেয়াদ: জুলাই ২০১০-ডিসেম্বর ২০২০।

৫. **প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয় ও সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী সংখ্যার বিস্তারিত বিবরণ :**

প্রকল্পভূক্ত এলাকার সুবিধাভোগী মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট: ৩১.৬২ লক্ষ (জিওবি: ২৬.৭১ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৪.৯ লক্ষ) এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা মোট: ১৫,৭৮৮টি (জিওবি: ১২,৩৫৬ ও ডব্লিউএফপি: ৩,৪৩২)

০১ জানুয়ারি ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত কর্ম-এলাকা ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবরণ:

- কর্ম এলাকা: মোট: ১০৪ উপজেলা (জিওবি: ৮৫ উপজেলা, ডব্লিউএফপি: ২৯ উপজেলা)
- শিক্ষার্থীর সংখ্যা: মোট: ৩১.৪২ লক্ষ (জিওবি: ২৮.২৩ লক্ষ, ডব্লিউএফপি: ৩.১৯ লক্ষ)
- বিদ্যালয় সংখ্যা: মোট: ১৫,২৯৬টি (জিওবি: ১২,৯৫২ ও ডব্লিউএফপি: ২,৩৪৪)
- অর্থের উৎস: বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP)

৬. **স্কুল ফিডিং প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:**

(ক) প্রকল্প স্কুল ফিডিং কর্মসূচীর আওতায় প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (নতুন জাতীয়করণসহ), শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীদেরকে দৈনন্দিন উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট এক প্যাকেট করে উচ্চ পুষ্টিমান সমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হয়। বিস্কুটের একঘেয়েমি দুর করার জন্য এক মাস অন্তর অন্তর ভ্যানিলা ফ্লেভার ও স্কিম্‌ড মিল্কসহ উচ্চ পুষ্টিমানসমৃদ্ধ বিস্কুট বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ব খাদ্য কমসূচীর অর্থায়নে পরিচালিত সর্বমোট ৯৪টি বিদ্যালয়ের ১৫,০৯৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাইলট ভিত্তিতে রান্না করা খাবার (মিড ডে মিল) পরিবেশন করা হচ্ছে (বরগুনা জেলাধীন বামনা উপজেলার সকল ইউনিয়নের ৬৭টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৯,৬৬০ জন এবং জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলার দুটি ইউনিয়নের ২৭টি বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫,৪৩৭ জন)।

(খ) প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির বিবরণ (৩য় সংশোধনি অনুয়ায়ী):

বিবরণ	পরিমাণ লক্ষ টাকায়		
	জিওবি	ডিপিএ	মোট
মোট বরাদ্দ (৩য় সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	৩৭৩৭০৬.৮২	১২৫৪৯০.৪৭	৪৯৯১৯৭.২৯
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত)	২৩৯৩২২.১০	১১৬০১৫.৬৮	৩৫৫৩৩৭.৭৮
অব্যয়িত অর্থ	১৩৪৩৮৪.৭২	৯৪৭৪.৭৯	১৪৩৮৫৯.৫১
ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের শতকরা হার	৬৪.০৪%	৯২.৪৪%	৭১.১৮%

** চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অগ্রগতি ১.৩২% (২০১৮-২০১৯ পর্যন্ত)।*

(গ) বছর ভিত্তিক প্রকল্প বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (লক্ষ টাকায়):

অর্থবছর	বরাদ্দ			ব্যয়			
	জিওবি	ডিপিএ	মোট	জিওবি	ডিপিএ	মোট	ব্যয়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৫০.০০	৯০৪০.০০	৯০৯০.০০	৬.৮৬	৮৮৯০.০০	৮৮৯৬.৮৬	৯৭.৮৮%
২০১১-১২	১০৪০০.০০	১৩৫৫০.০০	২৩৯৫০.০০	৯৮৭৬.৫৫	১৩৫৫০.০০	২৩৪২৬.৫৫	৯৭.৮১%
২০১২-১৩	২২৯০০.০০	২০১০০.০০	৪৩০০০.০০	২২৮৭৩.৮৬	২০০৯৯.১৭	৪২৯৭৩.০৩	৯৯.৯৪%
২০১৩-১৪	২৮০০০.০০	১৮৩০০.০০	৪৬৩০০.০০	২৭৯৬৫.৬৪	১৮২৯৯.২৭	৪৬২৬৪.৯১	৯৯.৯২%
২০১৪-১৫	২৭০০০.০০	১৪৮৮০.০০	৪১৮৮০.০০	২৬৯০১.৬০	১৪৮৭৮.৩২	৪১৭৭৯.৯২	৯৯.৭৬%
২০১৫-১৬	৩৬১৬৬.০০	১২০০০.০০	৪৮১৬৬.০০	৩৬০৭২.৬৫	১১৯৯৮.৫৭	৪৮০৭১.২২	৯৯.৮০%
২০১৬-১৭	৪১৮৩০.০০	১২১৮০.০০	৫৪০১০.০০	৩৬২৯৬.১৬	১২১৭০.৬৩	৪৮৪৬৬.৯৭	৮৯.৭৪%
২০১৭-১৮	৩৯০০০.০০	৯৪১৮.০০	৪৮৪১৮.০০	৩৭১৪০.৫১	৯৪১৬.১১	৪৬৫৫৬.৬২	৯৬.১৬%
২০১৮-১৯	৪৫৬০০.০০	৬২১০.০০	৫১৮১০.০০	৪২০৬৭.৪৭	৬২০৮.২৭	৪৮২৭৫.৭৪	৯৩.১৮%

৭. প্রকল্প কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন:

প্রকল্প পর্যায়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রমে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করাসহ ইতোপূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি এবং ইআরডি'র সাথে যৌথ মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) নির্বাচন, বিস্কুট ফ্যাক্টরী নির্বাচন, বিস্কুটের মান যাচাই করার জন্য Quality Control Agency নির্বাচন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণগহ অন্যান্য কাজে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে হয়ে থাকে:

- অধিদপ্তর/প্রকল্প অফিস/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি যৌথভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে থাকে।
- প্রকল্প অফিস পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- ডব্লিউএফপি পৃথকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করে।
- জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটর করেন।
- সংশ্লিষ্ট এনজিও'র ফিল্ড মনিটর কর্তৃক প্রকল্প এলাকার প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিমাসে দুইবার নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হয়।
- প্রকল্প এলাকায় নিয়োজিত প্রতিটি এনজিও প্রতিমাসে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার/উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করে থাকে।

- বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও চলমান বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে প্রোগ্রাম রিভিউ ওয়ার্কশপ করা হয়।
- ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকল্প কার্যক্রমে মনিটরিং প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।
- প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রকল্প এলাকার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক/এসএমসি সদস্য/স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়।
- এছাড়াও প্রকল্প কার্যালয় থেকে নিয়মিতভাবে সরাগরি প্রধান শিক্ষকবৃন্দের সাথে টেলিফোনে কথা বলেও প্রকল্প কার্যক্রম মনিটর করা হয়।

৮. **প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গৃহীত অর্জন:**

- শিক্ষার্থী ভর্তি শতভাগ নিশ্চিত হয়েছে।
- উপস্থিতির হার পূর্বের তুলনায় গড়ে ৫% থেকে ১৩% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের শারীরিক অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়েছে।
- শিক্ষার গুণগতমানে অনুকূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আইএমইডি'র নিবিড় পরিবীক্ষন (In-depth Monitoring) প্রতিবেদনে সারাদেশে পর্যায়ক্রমিকভাবে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
- শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশের শিশুরা আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

৩.৪ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প (৩য় পর্যায়):

১।	প্রকল্পের নাম	:	প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (৩য় পর্যায়)
২।	প্রকল্প এলাকা	:	সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সমগ্র বাংলাদেশ
৩।	প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৯
৪।	প্রকল্পের ব্যয়	:	৬৯২৩,০৫.৫৪ লক্ষ টাকা
৫।	অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ জিওবি
৬।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি;
(খ) ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি,
(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া রোধ ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তি হার বৃদ্ধি;
(ঘ) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন;
(ঙ) নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
(চ) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং
(ছ) সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ।

৭। উপবৃত্তি প্রাপ্তির মাসিক হার:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি:	সকল শিক্ষার্থী মাসিক ৫০/-
প্রথম শ্রেণি-পঞ্চম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১০০/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২০০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২৫০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩০০/-
ষষ্ঠ শ্রেণি-অষ্টম শ্রেণি	পরিবারে ০১ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ১২৫/- পরিবারে ০২ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ২৫০/- পরিবারে ০৩ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৩৫০/- পরিবারে ০৪ জন শিক্ষার্থী থাকলে মাসিক ৪০০/-

৮।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ:	(১) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (২) সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা (৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক স্তর (৪) হাই মাদ্রাসা সংযুক্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা (৫) শিশু কল্যান ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালুকৃত ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী। ** পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত/নিয়ন্ত্রিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা।
৯।	২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্থ বরাদ্দ	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থীর লক্ষ মাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ (খ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ১৫৫০,০০.০০ লক্ষ টাকা (গ) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১ম থেকে ৪র্থ কিস্তির (জুলাই '১৮-জুন '১৯) অর্থ বিতরন সমাপ্ত হয়েছে। মোট ১৫৪০০৫.৮৩/- লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অগ্রগতি ৯৯.৩৫%।

১০। প্রকল্পের কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের অভিভাবকদের (সুবিধাভোগী) মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। মূলতঃ মায়েদের মোবাইল এ্যাকান্টে এই টাকা প্রেরণ করা হয়। উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য নির্ধারিত ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভাগীয় উপপরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, মনিটরিং অফিসার (উপবৃত্তি), উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক এবং স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি)-কে পরিপত্রের নির্দেশাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয়।

১১। প্রকল্পের বিশেষ কার্যক্রম:

ক) সমগ্র বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ: সমগ্র বাংলাদেশ মোট ১১ টি ভেন্যুতে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় উপপরিচালক, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনিটরিং অফিসার, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, কম্পিউটার অপারেটর, প্রধান শিক্ষক এবং সুবিধাভোগী অভিভাবকগণসহ সর্ব মোট ২৪৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রশিক্ষণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণলায়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং প্রকল্প কার্যালয় এর উর্ধতন কর্মকর্তাগণসহ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাননীয় সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মহাপরিচালক মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

খ) বিদেশ ভ্রমণ: সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাকে আরোও গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৫ সদস্যের একটি টিম নেদারল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং সুইডেন ভ্রমন করেন। উক্ত সফরে সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষ মন্ত্রণালয়, মহাপরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় এবং রুপালী ব্যাংক এর উর্ধতন কর্মকর্তাতগণ অংশ গ্রহন করেন।

গ) ডকু-ড্রামা প্রদর্শন: প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৩য় পর্যায় এর জন্য একটি ডকু-ড্রামা তৈরী করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ টিলিভিশনসহ বিভিন্ন চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে।

ঘ) ডিপিপি প্রণয়ন : প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প-৪র্থ পর্যায় এর জন্য ডিপিপি প্রণয়ন সম্পন্ন করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত উক্ত ডিপিপি-তে উপবৃত্তির পরিমাণ দ্বিগুণ, প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, জুতা, স্কুল ড্রেস) এর জন্য ছাত্র প্রতি ২০০০/- টাকা প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.৫ চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	= ১২৮১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত ব্যয়	= ১২৭৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ০৭ হাজার টাকা।
* এ পর্যন্ত ০৪টি স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ভবন ও ওয়াশব্লক নির্মাণের জন্য মোট অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	= ৮৩৮৮ টি।
* বাস্তবায়নযোগ্য মোট কক্ষ সংখ্যা	= ৭,৭৫৪ টি বিদ্যালয়ে ৩৫,৬৬৩টি কক্ষ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) কর্তৃক বিদ্যালয়ের শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ:

ক) দরপত্র আহ্বান	৫,৮৩২ টি বিদালয়	২৫,৫৩৯ টি শ্রেণি কক্ষ
খ) কার্যাদেশ প্রদান	৩,৮৫০ টি বিদ্যালয়	১৬,৯৯১ টি শ্রেণি কক্ষ
গ) প্ল্যান ডিজাইন ও প্রাক্কলন চলমান	১,৭০৯ টি বিদ্যালয়	
ঘ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (১০০%)	১৩২৫ টি বিদ্যালয়	৫৫১৯ টি শ্রেণিকক্ষ।
ঙ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৬০-৯৯%)	৯০৮ টি বিদ্যালয়	৩,৯৪১ টি শ্রেণিকক্ষ।
চ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৩০-৫৯%)	৭০১ টি বিদ্যালয়	
ছ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (০-২৯%)	৯১৬ টি বিদ্যালয়	

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) কর্তৃক ওয়াশব্লক নির্মাণ:

ক) প্রাক্কলন অনুমোদন	৩২৫০টি
খ) দরপত্র আহ্বান	৩১৪৮টি
গ) চুক্তি সম্পাদন	২৭৫০টি
ঘ) কাজ চলমান	৪১৪ টি
ঙ) কাজ সমাপ্ত	৮১০টি বিদ্যালয়ে ১৬২০ টি ইউনিট

৩.৬ চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়):

প্রকল্পের নাম	:	চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সহযোগী সংস্থা এলজিইডি ও ডিপিএইচই)।
প্রকল্প ব্যয়	:	৫৭৪০.৫৯৪৫ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন)।
প্রকল্প এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পটির কার্যক্রম শুরু হয়। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২৫,০০০টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২৩,০০০টি শ্রেণিকক্ষে ও ২,০০০টি শিক্ষককক্ষে আসবাবপত্র সরবরাহ এবং ৫,০০০টি ওয়াশব্লক ও ডিপটিউবয়েল নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে ভৌতকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬,৬৪০টি নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকা অনুমোদিত হয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	= ১৮২১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	= ১২৬৭ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত ব্যয়	= ১২৩৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	= ৯৭.৭২%
২০১৮-১৯ অর্থ বছরে জুলাই-জুন পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি	= ৯৯.০২%।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) কর্তৃক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ:

ক) দরপত্র আহ্বান	৫,১৬৭টি বিদালয়	২৩,৭৪৪টি শ্রেণিকক্ষ
খ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (১০০%)	১০১৫টি বিদ্যালয়	৪,৫২০টি শ্রেণিকক্ষ।
গ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৬০-৯৯%)	৭৫২টি বিদ্যালয়	৩,৪০৬টি শ্রেণিকক্ষ।
ঘ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (৩০-৫৯%)	৬৭২টি বিদ্যালয়	৩,১২৫ টি শ্রেণিকক্ষ।
ঙ) এ পর্যন্ত সমাপ্ত (০-২৯%)	৯৩৯টি বিদ্যালয়	৪,৪০১ টি শ্রেণিকক্ষ।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) কর্তৃক ওয়াশব্লক নির্মাণ:

ক) প্রাক্কলন অনুমোদন ৫০০০টি

খ) দরপত্র আহ্বান ২২৫০টি

গ) চুক্তি সম্পাদন ১১৩টি

ঘ) কাজ সমাপ্ত ৬৫০টি

৩.৭ পিটিআইবিহীন ১২টি জেলায় নতুন পিটিআই স্থাপন প্রকল্প:

১। প্রকল্পের নাম	:	ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, গোপালগঞ্জ, ঢাকা, শেরপুর, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।
২। প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত নাম	:	পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্প।
৩। মন্ত্রণালয়	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪। প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা বিভাগ : (১) ঢাকা (২) নারায়নগঞ্জ (৩) গোপালগঞ্জ (৪) শেরপুর (৫) শরীয়তপুর (৬) রাজবাড়ী জেলা। চট্টগ্রাম বিভাগ : (১) বান্দরবান ও (২) খাগড়াছড়ি জেলা। খুলনা বিভাগ : (১) নড়াইল; (২) মেহেরপুর জেলা। বরিশাল বিভাগ : (১) ঝালকাঠি জেলা। রংপুর বিভাগ : (১) লালমনিরহাট জেলা।
৫। প্রকল্পের মেয়াদ	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ (ডিপিপি)।
	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৫ (১ম আরডিপিপি)
	:	জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭ (২য় আরডিপিপি)
	:	৩০জুন ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ১ম বার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
	:	৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে ২য় বার সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা): ডিপিপি অনুমোদিত ব্যয়- ২৪,৮০৮.০০ লক্ষ টাকা
: ১ম আরডিপিপি ব্যয়- ২৫৮৭৪.৪১ লক্ষ টাকা
: ২য় আরডিপিপি ব্যয়- ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা

৭। অর্থায়নের উৎস : বাংলাদেশ সরকার (জিওবি ঃ ২৬৯৪৪.৭৬ লক্ষ টাকা)। প্রকল্প সাহায্য : নাই

৮। প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য : ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন এবং বছরে ১,৫৮৪ জন শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ = ৮ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

১০। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় : জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় = ২৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।
ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব গড় অগ্রগতি= ভৌত: ১০০%
আর্থিক: ৯৫.৫৩%

	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		এডিপি বরাদ্দ ও ব্যয় (কোটি টাকায়)		
		মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	সংশোধিত-%
২০১০-১১	০.১৩৬৬	০.২৫	০.২৫	০.৪৬	১.৪৬%
২০১১-১২	৪০.৯৪	৮৩.৫৫	৪১.০০	৪০.৯৫	৯৯.৮৮%
২০১২-১৩	৫৭.৮৭	৫০.০০	৫৮.৫০	৫৭.৮৮	৯৮.৯৪%
২০১৩-১৪	৫০.০৪	১০০.০০	৫০.২০	৫০.০৪	১০০%
২০১৪-১৫	৪৪.৮৩	৭৫.০০	৪৫.০০	৪৪.৩৬	৯৮.৫৮%
২০১৫-১৬	৪০.০০	৪০.০০	২৪.৭০	১৭.৬০	৭১.২৬%
২০১৬-১৭	৩৬.২১	৫১.৫১	৩০.০০	১৪.২৪	৬৬.০০%
২০১৭-১৮	২৭.৯৮	২৭.৯৮	২২.৯৮	১৬.৫০	৭১.৮০%
২০১৮-১৯	৮.৩৭	৮.৩৭	৮.৩৭	৫.৩১	৬২.৫৪%

<u>এক নজরে জুন/২০১৯ পর্যন্ত প্যাকেজওয়ারি অগ্রগতির প্রতিবেদন</u>

ক্র:নং	পিটিআই এর নাম	নির্মাণধীন ৫টি প্যাকেজের অগ্রগতি %						
		ক) একাডেমি কাম প্রশাসনিক ভবন খ) সুপার বাস ভবন গ) এক্সপেরিমেন্টাল স্কুল ভবন	পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ	আসবাবপত্র সরবরাহ	অভ্যন্তরীন রাস্তা, ড্রেন, চুল্লি, গেইট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ	বৈদ্যুতিক সাব- স্টেশন নির্মাণ ও স্থাপন	গড় অগ্রগতি %	মন্তব্য
১.	লালমনিরহাট	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
২.	গোপালগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৩.	ঝালকাঠি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৪.	রাজবাড়ী	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৫.	মেহেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৬.	শরীয়তপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৭.	শেরপুর	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৮.	নারায়ণগঞ্জ	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
৯.	নড়াইল	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
১০.	খাগড়াছড়ি	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
১১.	বান্দরবান	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন
১২.	ঢাকা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	হস্তান্তর সম্পন্ন

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওয়তায় বাস্তবায়িত ৩টি প্রকল্প

১	প্রকল্পের নাম	:	বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম ও থানচি উপজেলার অফ গ্রিড স্কুলসমূহে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সম্ভাব্যতা/সমীক্ষা
২	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		
	(ক) মোট	:	৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা।
	(খ) জিওবি	:	৪৯৯.৫৮ লক্ষ টাকা।
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	প্রযোজ্য নয়।
৪	প্রকল্পের মেয়াদ	:	নভেম্বর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলায় সোলার স্কুল সিস্টেম পাইলটিং করা;
- স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সোলার পাম্পিং ও ফিল্ট্রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা;
- বান্দরবান জেলার লামা, আলীকদম এবং থানচি উপজেলার স্কুলসমূহে সৌর বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা;
- অফ-গ্রিড এলাকাসমূহের বিদ্যুৎবিহীন স্কুলসমূহে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং
- আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের অফ-গ্রিড এলাকাসমূহে বিদ্যুৎবিহীন যেসকল স্কুল রয়েছে সেসকল স্কুলে সোলার স্কুল সিস্টেম নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন।

প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম:

- সোলার পিভি সিস্টেম স্থাপন;
- গভীর নলকূপ স্থাপন;
- যেসকল স্কুলে গভীর নলকূপ স্থাপন সম্ভব নয় সেসকল স্কুলের নিকটবর্তী জলাধার হতে পানি সরবরাহ এবং সরবরাহকৃত পানি ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে পানের উপযোগী করা;
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি স্থাপন;
- পরামর্শক কর্তৃক সৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহে বিদ্যুৎ ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা; এবং
- সৌর বিদ্যুতায়িত স্কুলসমূহের প্রভাব মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে বড় আকারে সোলার স্কুল মডেল এর প্রস্তাবনা প্রণয়ন।

১.	**প্রকল্পের নাম**	:	**ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প**
২.	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	প্রাথমিক ও গণশিক্ষাম ন্ত্রণালয়
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
	(ক) মোট	:	৪,১৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা
	(খ) জিওবি	:	৪,১৯৫.৪৮ লক্ষ টাকা
	(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	

৪. প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত

৫. প্রকল্প এলাকা : ৫০৯টি উপজেলায়/থানায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

৬. প্রকল্পের লক্ষ্য :

৬.১ ই-লার্নিং এর প্রমিতমান ও লক্ষমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন;

৬.২ গুণগতমানের ই-লার্নিং উপকরনের ব্যবহার বৃদ্ধি;

৬.৩ শিক্ষকদের পাঠদান দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যে

৬.৪ ই-লার্নিং অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে ইন্টারএ্যাক্টিভ হোয়াইট বোর্ড সম্পন্ন মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের মাধ্যমে পাঠদান ও শিখন পদ্ধতির মান উন্নয়ন;

৭. **প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম** :

- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি উপজেলায়/থানায় একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারএ্যাক্টিভ হোয়াইটবোর্ড সমৃদ্ধ স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ স্থাপন;
- ইন্টারনেট ভাড়া, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট রাউটার স্থাপন, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ক্লাউড ক্যামেরা স্থাপন, নির্বাচিত বিদ্যালয়ে ইন্টারনেট সিম স্থাপন;

৮. ডিজিটাল প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৫০৯ টি স্কুলের আওতাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণসহ ইন্টারএ্যাক্টিভ হোয়াইট বোর্ড সম্পন্ন স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির নিমিত্ত e-GP System এ টেন্ডার কার্যক্রম চলমান, চুক্তি অনুযায়ী উক্ত কার্যক্রম ২১ নভেম্বর ২০১৯ সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৫০৯ টি স্কুলের আওতাধীন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিস ও পিটিআইসমূহে মনিটরিং ডিভাইস (বায়োমেট্রিক হাজিরা সিস্টেম, ক্লাউড ক্যামেরাও ৪এ রাউটার) স্থাপন নিমিত্ত e-GP System এ টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

১ **প্রকল্পের নাম** : গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের গাণিতিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প

২ **(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়** : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩ **প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)** ৫৩৮.৫৭

(ক) মোট : ৫৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা

(খ) জিওবি : ৫৩৮.৫৭ লক্ষ টাকা

(গ) প্রকল্পসাহায্য : প্রযোজ্য নয়

বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে

(ক) উন্নয়ন সহযোগী দেশ/ সংস্থার নাম	:	প্রযোজ্য নয়
(খ) অর্থায়নের ধরণ	:	প্রযোজ্য নয়

৪ **প্রকল্পের অর্থায়নের ধরণ ও উৎস** : সম্পূর্ণজিওবি।

(লক্ষ টাকায়)

উৎস/ধরণ		জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (আরপিএ)	নিজস্ব তহবিল	অন্যান্য উৎস	প্রকল্পের সাহায্যের উৎস
ঋণ	:	-	-	-	-	-
অনুদান	:	-	-	-	-	-
ইকুইটি	:	-	-	-	-	-
অন্যান্য	:	-	-	-	-	-

৫ **প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল** : এপ্রিল, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত।

৬ **প্রকল্প এলাকা** : সমগ্র বাংলাদেশ (১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলা থেকে ৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়)

৭ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ** : প্রযোজ্য নয়।

৮ **প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে** :

৮.১ দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সুষমভাবে বহন করে এমন ভাবে নির্বাচিত ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার ৮০টি স্কুলের ২৪০ জন শিক্ষককে প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮.২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান অর্জন পূর্বক শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে এপদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রয়োগ করা। গণিত ভীতির কারণগুলোকে খুঁজে বের করে সেগুলোর দূরীকরণের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৮.৩ প্রচলিত "অনুশীলন" নির্ভর গণিত শিক্ষাকে "সমস্যা সমাধান এবং এর ব্যবহার ও তাত্ত্বিক প্রয়োগ" নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করে একটি সামগ্রিক পাঠদান পদ্ধতি প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করা।

৮.৪ প্রকল্পের আওতায় ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে একটি সার্বজনীন কন্টেন্ট বুক এবং পরবর্তী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্য একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা।

৮.৫ প্রকল্পের সফলতা যাচাই পূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং পরিমার্জনাপূর্বক সমগ্র বাংলাদেশে এ পদ্ধতি প্রয়োগের রূপরেখা প্রস্তাব করা।

৮.৬ নির্বাচিত উপজেলায় একটি করে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াড আয়োজন ও বিজয়ীদের জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করানো এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাথমিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ।

৯ প্রকল্পের প্রস্তাবিত মূল কার্যক্রম :

প্রকল্পের মূল কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে–

- উদ্বোধন ও অবহিতকরণ কর্মশালা
- কন্টেন্ট ডেলিভারী বুক উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা

- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়াল উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা
- তিনধাপে ৮০টি জেলার ২৪০ জন শিক্ষকের পাঁচদিন, চারদিন ও তিনদিনের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প
- ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, স্কুল কমিটি এবং অভিভাবকদের সমন্বয়ে ফলো-আপ ও স্থানীয় অবহিতকরণ কর্মশালা
- প্রতিস্কুলে প্রকল্পের শুরু ও শেষে শিক্ষার্থীদের সম্যক অবস্থা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বেইজলাইন ও এন্ড লাইন সার্ভে
- আঞ্চলিক ও জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডের আয়োজন
- প্রাথমিক গণিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সেমিনার ও কনফারেন্স
- পিইডিপি ৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট হিসেবে গণিত অলিম্পিয়াড পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম স্কেলআপ বিষয়ক কর্মশালা
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সমস্বয়ে প্রকল্পের অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য যৌথ প্রকল্প মনিটরিং
- ভিডিও ডকুমেন্ট ও উপকরণ প্রস্তুতকরণ

১০ প্রকল্পের প্রস্তাবিত কার্যক্রমের অগ্রগতি :

কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	কার্যক্রমের অগ্রগতি ও শতকরা (%) হার
প্রশিক্ষণ (৮০টি বিদ্যালয়ের ২৪০ জন শিক্ষক)	শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৫ দিনের ৮টি ব্যাচ আবাসিক প্রশিক্ষণ)	২৪০ জন শিক্ষককে ৩০ জন করে মোট ৮টি ব্যাচে ৫ দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%
	১ম ফলোআপ শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৪ দিনের ৮টি ব্যাচ আবাসিক প্রশিক্ষণ)	২৪০ জন শিক্ষককে ৩০ জন করে মোট ৮টি ব্যাচে ৪ দিনের আবাসিক ফলোআপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%
	২য় ফলোআপ শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৩ দিনের ৮টি ব্যাচ আবাসিক প্রশিক্ষণ)	ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের আগস্ট/২০১৯-এ সম্পন্ন করা হবে।
	মাসিক ফলোআপ মিটিং ১৭টি উপজেলায় (প্রতি মাসে প্রতি উপজেলায় ০১টি করে প্রকল্পভুক্ত শিক্ষক ও ক্লাস্টার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে) মোট ১০০ টি	প্রকল্পভুক্ত শিক্ষক ও ক্লাস্টার সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রতি উপজেলায় ০৩টি করে মোট ৫১টি ফলোআপ সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাকীগুলো ২০১৯-২০ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। অগ্রগতির হার ৫১%
সেমিনার/ কনফারেন্স	উদ্বোধনী এবং অবহিতকরণ কর্মশালা-০১টি	প্রকল্পের আওতায় ২১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে প্রকল্পের উদ্বোধনী ও অবহিতকরণ কর্মশালা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%
	মেথডলজি এন্ড কন্টেন্ট ডেলিভারী প্রসেস ডেভলপমেন্ট সংক্রান্ত কর্মশালা (৫ দিনের)-০৯টি	২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০২টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৬টি মেথডলজি এন্ড কন্টেন্ট ডেলিভারী প্রসেস ডেভলপমেন্ট সংক্রান্ত কর্মশালা (৫ দিনের) সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাকী ০১টি সম্পন্ন হবে। অগ্রগতির হার ৮৯%
	প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের নিয়ে মত বিনিময় ও অবহিতকরণ কর্মশালা (উপজেলা পর্যায়)-১৭টি	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ প্রকল্পভুক্ত সকল কর্মকর্তার সমন্বয়ে ১৭টি উপজেলায় ১৭টি মতবিনিময় ও অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%

	প্রাথমিক গণিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সেমিনার ও কনফারেন্স ০১টি	ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের অক্টোবর/২০১৯-এ সম্পন্ন হবে।
	স্কেলআপ কর্মশালা-০৩টি	প্রাথমিক গণিত বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ০১টি স্কেলআপ কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে এবং ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাকী ০২টি স্কেলআপ কর্মশালা সম্পন্ন হবে। অগ্রগতিরহার ৩৩%
অন্যান্য কার্যাবলী	বেজলাইন ও এন্ডলাইন সার্ভে	৮০ টি বিদ্যালয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল শিক্ষার্থীদের উপর জাতীয় শিক্ষা অভীক্ষার অনুরূপ আদলে বেজলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে এবং ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে প্রকল্পের মেয়াদের শেষান্তে ডিসেম্বর/২০১৯-এ এন্ডলাইন সার্ভে পরিচালনা করা হবে। অগ্রগতির হার ৫০%
	প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সমূহ হতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জাতীয় গণিত উৎসবে অংশগ্রহণ	প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল স্কুল হতে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ১৭ তম বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াডের বাছাই পর্বে ৯১৫ জন, আঞ্চলিক পর্বে ১৫৫জন এবং জাতীয় পর্যায়ে ০৬ জন অংশগ্রহণ করেছে।
	প্রকল্পভুক্ত জেলাসমূহকে নিয়ে ১০টি গণিত আঞ্চলিক উৎসবের আয়োজন	ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ডিসেম্বর/২০১৯-এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহকে নিয়ে ১০টি গণিত আঞ্চলিক উৎসবের আয়োজন করা হবে।
	যৌথ প্রকল্প মনিটরিং ০২টি	ডিপিপির প্রস্তাবনা অনুসারে ২০১৯-২০ অর্থবছরের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর/২০১৯-এ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে যৌথ মনিটরিং এরকার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
	ভিডিও ডকুমেন্ট ও উপকরণ প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে (ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে) প্রকাশ	গণিত অলিম্পিয়াড কৌশল ও মেথডলজি ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের ভিডিও, শিখন-শেখানো কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট লেকচারের ভিডিও, প্রাথমিক গণিত পাঠ্যপুস্তকের ডিজিটাল কনটেন্ট ও ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। কিছু ভিডিও কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের মাধ্যমে শিক্ষকদের কাছে পৌছানো সম্ভব হয়েছে। অগ্রগতির হার ৫০% (ডিপিপির প্রস্তাবনায় ০২ অর্থবছর মিলে সম্পন্ন করার কথা বলা আছে)
	কনটেন্ট ডেলিভারী বুক	শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পদ্ধতির জন্য শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে কনটেন্ট ডেলিভারী বুক (৫ম সংস্করণ পর্যন্ত) তৈরি করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%
	বিদ্যালয় পরিদর্শন	প্রথম পর্যায়ের বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং একইসাথে পূণঃপরিদর্শন চলমান রয়েছে।
	অনলাইন ফলোআপ	ফেসবুক এবং গুগল ফরম-এ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ফলোআপ ও পরামর্শ প্রদান চলমান রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

ভূমিকা

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত হয় এবং এ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন -নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সরকার এপ্রিল ২০০৫ এ রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সৃষ্টি করেছে। এটি জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অনেক অবদান রাখছে এবং এর ফলে সংগঠিত পদ্ধতিতে দেশে সাক্ষরতা বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ মহান জাতীয় সংসদে পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি'। বর্তমান সরকারের সঠিক ও সফল নির্দেশনায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ২০২১ সালের মধ্যে এ দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য সরকার বদ্ধপরিকর। নিরক্ষরতা এ দেশের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র হিসাব অনুযায়ী দেশের বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৩.৯%। এখনো দেশের ২৬.১% মানুষ নিরক্ষর। সম্ভাবনাময়ী এ বিশাল জনগোষ্ঠিকে নিরক্ষর রেখে দেশের সামগ্রীক উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। ইহা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং সামগ্রীক মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানে পেশাদার নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ভবন

ভিশন, মিশন

ভিশন (Vision), মিশন (Mission), লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives):

১.১ রূপকল্প (Vision)

নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দানের মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৩.১. দপ্তর/সংস্থার কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ (৪র্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন)

২. মুজিব বর্ষের বিশেষ কর্মসূচি: সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং অব্যাহত ও জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণ

৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নিশ্চিতকরণ

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি

২. দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাব দিহিতা নিশ্চিতকরণ

৩. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Functions)

১. দেশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ঝরে পড়া ও বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

২. বয়স্ক নিরক্ষর ও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সাক্ষর জ্ঞানদান;

৩. নব্য সাক্ষরদের জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ;

৪. জীবনব্যাপী ও অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ অবারিতকরণের লক্ষ্যে স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন;

৫. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচির অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন;

৬. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ;

৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহের ডাটাবেইজ তৈরি;

৮. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহিত সমন্বয় ও মনিটরিং;

৯. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম উন্নয়নের জন্য গবেষণা পরিচালনা, প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা।

২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪:

শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা জ্ঞান প্রদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ ও ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করেছে।

আইনানুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা–

(ক) যে সকল শিশু বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে তাহাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(খ) কিশোর-কিশোরী, যাহারা বিভিন্ন কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নাই কিংবা বিদ্যালয় হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার সমতুল্য মানের মৌলিক শিক্ষার দ্বিতীয় বা বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি;

(গ) শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত সকল বয়স্ক নারী-পুরুষের জন্য সাক্ষরতা এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-২ স্তর পর্যন্ত ভোকেশনাল শিক্ষার মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষতার ব্যবস্থা করা এবং অব্যাহত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;

(ঘ) আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে অনগ্রসর এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, হাওড়, চর, উপকূলীয় অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল, চা-বাগান, বা এইরূপ কোন অনগ্রসর এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী;

(ঙ) দুঃস্থ জনগোষ্ঠী (যেমনঃ পথশিশু, বস্তিবাসি, বেকার যুব নারী-পুরুষ, স্বল্প আয়ের শ্রমিক ও কর্মজীবী নারী-পুরুষ, ইত্যাদি);

(চ) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু ও যুব নারী-পুরুষদের জন্য বিশেষ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি।"

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোঃ

০১ জন মহাপরিচালক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্ব প্রদান করছেন। ২ জন পরিচালক, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ৩ জন উপপরিচালক ও ৬ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, ১ জন লাইব্রেরিয়ান, ১ জন স্টোর অফিসার, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও অন্যান্য (কর্মচারী)সহ প্রধান কার্যালয়ে মোট ৭৭টি মঞ্জুরীকৃত পদ এবং জেলা পর্যায়ে ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ ১৯২টি মঞ্জুরীকৃত পদ রয়েছে।

ক) প্রধান কার্যালয়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা এবং শূণ্য পদের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
মহাপরিচালক	১	১	
পরিচালক	২	২	
সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	
উপপরিচালক	৩	৩	
সহকারী পরিচালক	৬	৬	
সহকারী প্রোগ্রামার	১	---	১
লাইব্রেরিয়ান	১	১	
স্টোর অফিসার	১	১	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	---	১
অন্যান্য (কর্মচারী)	৬০	৫১	৯
মোট	৭৭	৬৬	১১

খ) জেলা পর্যায়ের কাঠামোঃ

জেলা পর্যায়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা ও তদারকির জন্য ৬৪টি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় ৬৪ জন সহকারী পরিচালকসহ মোট ১৯২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। জেলা পর্যায়ের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা, কর্মরত জনবলের সংখ্যা ও শূণ্য পদের সংখ্যা নিম্নরূপ :

পদের নাম	মঞ্জুরিকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত জনবলের সংখ্যা	শূণ্য পদের সংখ্যা
সহকারী পরিচালক	৬৪	৪৪	২০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	৬৪	৬২	২
অফিস সহায়ক	৬৪	৬৪	-
মোট	১৯২	১৭০	২২

গ) নবসৃজনকৃত পদঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলাসহ মোট ১৫৫১টি পদ সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৪। বিভিন্ন শাখার তথ্যঃ

প্রশাসন শাখাঃ

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জনবলের তথ্যঃ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ভিত্তিতে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রধান কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১৮২০টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সংখ্যা ২৬৯টি এবং অবশিষ্ট ১৫৫১টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে অনুমোদিত ২৬৯টি পদের মধ্যে ৩৩টি শূন্য রয়েছে। শূন্যপদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রধান অর্জন সমূহঃ

ক) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রধান কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ১৫৫১টি পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য সম্বলিত ডাটা বেইজ (পিডিএস) প্রণয়ন করা হয়েছে;

গ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিধিমালা, ২০১৯ (খসড়া) অনুমোদনের কাজ চলমান;

ঘ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন;

ঙ) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ও সফলভাবে বাস্তবায়ন;

চ) চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ০১ লক্ষ শিক্ষার্থীর পাইলট কর্মসূচি চলমান।

ছ) চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির ০৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রদানের জন্য বাস্তবায়নকারী বেসরকারী সংস্থা নির্বাচনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো, ২০১৮-২০১৯ এর নির্ধারিত ছক মোতাবেক যথাসময়ে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-২০১৯ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যঃ

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো (কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা,২০১৭ মোতাবেক একজন সহকারী হিসাবরক্ষক-কে হিসাবরক্ষক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে কর্মরত ১৭-২০তম গ্রেডের (পূর্বের ৪র্থ শ্রেণি) কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন। গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্তকরণের পর যোগ্যদের পদোন্নতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২ জন কম্পিউটার অপারেটর এবং ১ জন অডিও ভিজ্যুয়াল টেকনিশিয়ান পদে মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়ার পর নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান আছে। মহামান্য হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকায় সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। 'কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা,২০১৯' মোতাবেক সহকারী প্রোগ্রামার এর ১টি শূণ্য পদে পদোন্নতির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।

৫. বিধি প্রণয়ন সংক্রান্ত তথ্য:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর অধীন প্রণীত সংশোধিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিধিমালা, ২০১৯ (খসড়া) অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

৬. চলমান মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সমাপ্ত প্রকল্প সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং বেসরকারী সংস্থা(এনজিও) কর্তৃক দায়েরকৃত বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৮৭টি মামলা চলমান রয়েছে। উক্ত মামলা সমূহ সরকারের পক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো পরিচালনা করছে।

৭. বিভিন্ন দিবস পালন:

ক. ১৫ আগস্ট, ২০১৮ তারিখ জাতীয় শোক দিবস পালন;

খ. ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন;

গ. ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন;

ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদযাপন;

ঙ. ১৭ মার্চ, ২০১৯ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস পালন;

চ. ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস এবং ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন;

ছ. ১ লা বৈশাখ জাতীয়ভাবে বাংলা নববর্ষ ১৪২৬ উদযাপন।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাঙ্গালি জাতির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ।

৮. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য:

মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৬৪ জেলার সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রতি ৩ মাস অন্তর ত্রৈমাসিক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের Annual Performance Agreement Management System (APAMS) সিস্টেমে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন ইনপুট দেয়া হয়েছে।

প্রাথমিক গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এম.পি মহোদয়কে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোতে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

(খ) অর্থ শাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের অর্থ শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যবলী নিম্নরূপ:

১. প্রাপ্ত বাজেটের বিবরণ : ১৯,৬৪,৩৯ হাজার টাকা।

২. খরচের বিবরণ : ১৮,৯৭,৬১ হাজার টাকা

৩. অডিট সংক্রান্ত তথ্য: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২.৫২ কোটি টাকার ১৫টি আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে।

(গ) প্রশিক্ষণ শাখা: ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যবলী নিম্নরূপ:

১. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণের তারিখ	মোট সেশন সংখ্যা (টি)	মোট প্রশিক্ষণার্থী (জন)	প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য বিষয়
০১	ব্যুরোর প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (১ম ব্যাচ)	১২ ডিসেম্বর '১৮ হতে ১৪ ডিসেম্বর ২০১৮ এবং ২২ জানুয়ারি '১৯ হতে ২৪ জানুয়ারি ২০১৯	৩৬	৬০	নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯ (অর্জিত, অসাধারণ, প্রসূতি, অবসর-উত্তর, শ্রান্তি ও বিনোদন ইত্যাদি) সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯; সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯১৮; পেনশন ও আনুতোষিক নির্ধারণ ইত্যাদি।

০২	ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৩ ফেব্রুয়ার '১৯ হতে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ এবং ১৯ মে '১৯ হতে ২৩ মে ২০১৯ ও ১৩ জুন '১৯ হতে ১৪ জুন ২০১৯	৮৪	৮০	সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা-১৯৭৯, শুদ্ধাচার কৌশল; সরকারী ক্রয় ব্যবস্থাপনা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন; উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইত্যাদি।
০৩	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১০ মার্চ '১৯ হতে ১৪ জুন ২০১৯	৬০	৩০+১২ = ৪২	ই-ফাইলিং; বিভিন্ন প্রকার ছুটি; ফাইল ব্যবস্থাপনা ; সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪; নথি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।
০৪	ব্যুরোর প্রধান ও জেলা কার্যালয়ের ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (২য় ব্যাচ)	২৯ মে '১৯ হতে ৩১ মে ২০১৯	১৮	৩৫	অফিস সহায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; পোষাক পরিচ্ছদ বিষয়ে নির্দেশনা; নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা,১৯৫৯; সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা,১৯৭৯; উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪; নথি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

২. সেমিনার সংক্রান্ত তথ্য:

ক) **'মানব সম্পদ উন্নয়নে জীবনব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব'** শীর্ষক সেমিনার গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রি. তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ১০০ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

খ) **'মানবসম্পদ উন্নয়নে জীবনব্যাপী শিক্ষার বাস্তবায়ন কৌশল'** শীর্ষক সেমিনার গত ১১ জুন, ২০১৯ খ্রি. তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ বদরুল হাসান বাবুল এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ। উক্ত সেমিনারে ১১২ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

গ) ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ে ১ দিনের অবহিতকরণ কর্মশালা গত ১২ জুন, ২০১৯ খ্রি. তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপাস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন ব্যুরো'র পরিচালক জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ। উক্ত কর্মশালায় ব্যুরো'র প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

১১ জুন, ২০১৯ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত 'মানব সম্পদ উন্নয়নে জীবনব্যাপী শিক্ষার বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ বদরুল হাসান বাবুল।

(ঘ) মনিটরিং শাখা:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের মনিটরিং শাখা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্যবলী নিম্নরূপ:

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়নাধীন মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প(৬৪ জেলা)'র কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ের সহকারী পরিচালকগণ এবং ব্যুরোর সদর দপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রকল্প দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে চিহ্নিত সমস্যা/অনিয়মসমূহ দ্রুত সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং ব্যুরোর বাস্তবায়ন শাখাকে অনুরোধ করা হয়। সে মোতাবেক ব্যুরোর বাস্তবায়ন শাখা হতে এবং প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি দুই মাস অন্তর প্রকল্প দপ্তরের মাধ্যমে জিও-এনজিও সমন্বয় সভা করা হয়। এছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিদর্শন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

২। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪) এর আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচি ছয় জেলায় চলমান আছে। ছয় জেলায় চলমান পাইলট কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সহকারী পরিচালক এবং ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

(ঙ) বাস্তবায়ন শাখা:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাস্তবায়ন শাখা নিম্নরূপ কাজ করে:

১. আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৮

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে সাক্ষরতার গুরুত্বকে সামাজিকভাবে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের অংশ হিসেবে প্রতি বছর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ২০১৮ সালে বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাব গাম্ভির্যের সাথে সরকার উদযাপন করেছে। ২০১৮ সালের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'Literacy and Skills Development' যার বাংলা প্রতিপাদ্য 'সাক্ষরতা অর্জন করি, দক্ষ হয়ে জীবন গড়ি'।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৮ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শিল্পিদের সাথে অতিথিবৃন্দ

২. পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্পের ২৫ জেলায় সিএলসি পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর-এ জমাকৃত ১০,২৪,৪৩,৬৮৭ (দশ কোটি চব্বিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার ছয়শত সাতাশি মাত্র) টাকার অনুকুলে সুদ আসলসহ সর্বমোট ১১,৫৬,৭২,৭০৩.১২ (এগার কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ বাহত্তর হাজার সাতশত তিন টাকা বার পয়সা) টাকা অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

৩. সাক্ষরতা পুরস্কার গ্রহণ:

ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক চাঁদ সুলতানা পুরস্কার ২০১৮ এর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে নির্বাচন করা হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে উপস্থিত থেকে উক্ত পুরস্কার প্রদান করেন।

চাঁদ সুলতানা পুরস্কার-২০১৮ প্রদানের অনুষ্ঠান

(চ) এমআইএস শাখা:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এমআইএস শাখা নিম্নরূপ কাজ করে:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসারে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়ে সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। ভবনের চারটি ফ্লোরে ৭০টি কম্পিউটার Local Area Network (LAN) এর মাধ্যমে সার্ভারের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে ইতোমধ্যে ইন্টারনেট ও Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়েছে-যার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

২। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েব পোর্টাল বাংলা ও ইংরেজিতে উন্নয়ন করা হয়েছে যার এড্রেস। উক্ত পোর্টালে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যেমন- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০১৯-২০২০, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, সিটিজেনস চার্টার, কর্মকর্তাদের তালিকা, সাংগঠনিক কাঠামো, সাক্ষরতা দিবসের ক্রোড়পত্র, সাক্ষরতা দিবস প্রকাশনা স্মরণিকা এবং প্রকল্প সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রোগ্রামের EOI সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সমূহ বাজেট, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সার্কুলার, দরপত্রসহ অত্র ব্যুরোর চাহিদা মোতাবেক ওয়েব পোর্টাল প্রতিনিয়তই প্রকাশিত ও আপডেট করা হচ্ছে।

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ইনোভেশন কর্ণার চালু করা হয়েছে (ইনোভেশন কমিটি, ইনোভেশন কর্মবন্টন, উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব আহবান ও উদ্ভাবনী ধারণার প্রস্তাব ফরম) যা পোর্টালের ডান দিকে খরহশ করা আছে।

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী সকল সরকারী, বেসরকারী এবং আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে একটি অনলাইন NFE MIS (Non-Formal Education Management Information System) প্রতিষ্ঠা করেছে। যেখানে অনলাইনে সকল প্রতিষ্ঠান স্ব-স্ব তথ্য-উপাত্ত আদান প্রদান করে থাকে এই সফটওয়ারের মাধ্যমে।

৬। মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ২৯টি জেলার ২১০টি উপজেলায় ৭১৮১টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করে ১২ লক্ষ্য নব্য সাক্ষর যাদের বয়সসীমা ১১-৪৫ বছর তাদেরকে ১৮টি ট্রেডের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সকল তথ্যাবলী Online Software (www.plcmis.gov.bd) সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৭। ৬৪ জেলা অফিস সমূহে ইন্টারনেট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে।

উদ্ভাবন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন:
মাগুরা জেলায় পারিবারিক সাক্ষরতা নামে একটি উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(ছ) লাইব্রেরি :

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ব্যুরো'র লাইব্রেরি হতে সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ;

২। তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন;

৩। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ৩৫৮টি প্রকাশনা/বই/ডকুমেন্ট ই-সার্ভিস এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

৬। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড :

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইনের ধারা ১৫(১) উপ-ধারা মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং ২৭ আগস্ট ২০১৬ খ্রি: তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড এর জন্য ১৬৬ টি পদের প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রক্রিয়া চলমান।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ এর ধারা (২০) এ নির্ধারিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের কার্যাবলী:

''ক. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-১ ও ২ স্তরের প্রতি স্তরের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমতুল্যমানের মূল যোগ্যতার ভিত্তিতে সমতুল্যমান কাঠামো অনুমোদন;

খ. আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সাথে সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানে আগ্রহী সরকারি, বেসরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বিবেচনা করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং প্রিভোকেশনাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অনুমোদন প্রদান;

গ. মানসম্মত সমতুল্যমানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের অনুরূপ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার নির্দিষ্টমান নির্ধারণ এবং উক্তরূপ নির্ধারিত মানের শিক্ষকদের অনুমোদন প্রদান;

ঘ. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল-১ ও ২ স্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতার নির্দিষ্টমান নির্ধারণ এবং উক্তরূপ নির্ধারিত মানের শিক্ষকদের অনুমোদন প্রদান ;

ঙ. প্রতিষ্ঠানসমূহের যোগ্যতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বিবেচনা করে প্রিভোকেশনাল টেস্টিং সেন্টার অনুমোদন প্রদান এবং ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বিবেচনায় পরীক্ষক হিসেবে অনুমোদন প্রদান ;

চ. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামোর প্রিভোকেশনাল শিক্ষার ১ ও ২ স্তরে পরীক্ষা গ্রহণ এবং সনদ প্রদান ;

ছ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক এবং গভর্ণিং বোর্ড বা ম্যানেজিং কমিটির মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তি বা সালিশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

জ. নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান ;

ঝ. বিদ্যমান সরকারি বিধি বিধান অনুসরণক্রমে পদ সৃষ্টি বিলুপ্ত করাসহ সকল প্রশাসনিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ;

ঞ. বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফি নির্ধারণ, দাবি ও গ্রহণ;

ট. এই আইন, বিধি ও প্রবিধান দ্বারা ইহার উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করার জন্য চুক্তি সম্পাদন ও উহা বাস্তবায়ন।"

৭. চলমান প্রকল্প (পরিকল্পনা শাখা):

(ক) মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) :

১। প্রকল্পের নাম	:	মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)
২। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩। প্রকল্প এলাকা	:	বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ২৫০টি উপজেলা
৪। প্রকল্পের মেয়াদ	:	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২০ (ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি)
৫। প্রকল্পের ব্যয়	:	৪৫২৫৮.৬২ লক্ষ (চারশত বায়ান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা
৬। অর্থায়নের উৎস	:	সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ:

১। দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা (Life Skills) ও মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা;

২। ''জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২'' এবং "ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা''-তে অন্তর্ভুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা;

৩। জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬ এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ বাস্তবায়নে অবদান রাখা;

৪। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ;

৫। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা উন্নয়ন/প্রসার;

৬। তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী: দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।

প্রকল্পের কার্যক্রম :

১) প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৫০০০ টি শিখন কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে; প্রতিটি কেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২টি পৃথক শিফট থাকবে।

২) ১৫-৪৫ বছর বয়সের মোট ৪৫ লক্ষ শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে; প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে ৩০ জন পুরুষ ও ৩০ জন মহিলা হিসেবে মোট ৬০ জন শিক্ষার্থী থাকবে।

৩) মোট ১৫০০০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষা প্রদান করবেন; প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে ১ জন পুরুষ শিক্ষক ও ১ জন মহিলা শিক্ষক হিসেবে মোট ০২ জন শিক্ষক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪) মোট ৩৭৫০ জন সুপারভাইজার শিখন কেন্দ্রসমূহের দায়িত্বে থাকবেন; ১ জন সুপারভাইজার ২০টি কেন্দ্রের দায়িত্ব পালন করবেন।

৫) প্রতিটি ফেজে/পর্যায়ে কোর্সের সময়কাল হবে মোট ৬ মাস।

৬) প্রকল্পে মোট ৪ টি ফেজ/পর্যায় থাকবে।

৭) প্রতিটি জেলায় গড়ে ১১৭২ টি শিখন কেন্দ্র (প্রতিটি কেন্দ্রে ২ শিফট করে) থাকবে।

৮) প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ৩০০ টি শিখন কেন্দ্র (প্রতিটি কেন্দ্রে ২ শিফট করে) হবে।

৯) প্রতিটি জেলায় গড়ে ৭০৩১৩ জন শিক্ষার্থী (৩০ জন পুরুষ+ ৩০ জন মহিলা = ৬০ জন শিক্ষার্থী প্রতিটি কেন্দ্রে) অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০) প্রতিটি উপজেলায় গড়ে ১৮০০০ জন শিক্ষার্থী (৩০ জন পুরুষ+ ৩০ জন মহিলা = ৬০ জন শিক্ষার্থী প্রতিটি কেন্দ্রে) অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- প্রকল্প আওতাভুক্ত ২৫০টি উপজেলার জন্য ২৫০টি বাস্তবায়নকারী এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে।
- বর্তমানে প্রথম পর্যায়ে (১ম ও ২য় ফেইজ) ১৩৪টি উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়নের শিখন কার্যক্রম (পাঠদান) সম্পন্ন করা হয়েছে।
- প্রকল্পের জন্য ৩০০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছিল।
- উপজেলা পর্যায়ে প্রকল্পের উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারের কার্যালয় স্থাপন করা আছে।
- প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৪৭১৮৮৮২ টি প্রাইমার বিতরণ করা হয়েছে।
- প্রথম পর্বে মাঠ পর্যায়ে ২২৪৫টি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সভা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত ৫১০৩৩২০টি প্রাইমার, ট্রেনিং ম্যানুয়াল ও ফ্লিপচার্ট মুদ্রণ করা হয়েছে।
- ১৩৬টি উপজেলায় প্রাইমার (আমাদের চেতনা-১ ও ২) ও অন্যান্য পাঠ উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
- কোর ট্রেইনারের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে জেলা পর্যায়ে মাস্টার ট্রেইনারের TOT প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

- ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে ১৩৪টি উপজেলার সুপারভাইজার ও শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ থেকে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৫৯৪৪১ জন শিক্ষার্থীর পাঠদান কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিলো। শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ৩০ জুন ২০১৯ সম্পন্ন হয়েছে।
- ৮০৫৮৮ জন শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৬ মাসের ৫০% সম্মানী ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পর অবশিষ্ট ৫০% সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।
- শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য Assessment Agency (Third Party) নিয়োগ করা হয়েছে।
- বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর (০১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) বৃদ্ধির জিও জারি করা হয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ (২০১৮-১৯ অর্থ বছর): ১৭৭৮৩.০০ লক্ষ টাকা।

(ক) আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত): ১৬৯৩৫.৩৭ লক্ষ (৯৫.২৩%)

(খ) বাস্তব অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত): ৯৪.৪৫%

ক্রমপুঞ্জিভুত অগ্রগতি (জুন ২০১৯ পর্যন্ত) : (ক) আর্থিক অগ্রগতি: ১৮৫৪৩.৭১ লক্ষ (৪০.৯৭%)
(খ) বাস্তব অগ্রগতি: ৩৮.২৯%

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের শিখন কেন্দ্রের (মহিলা) পাঠদান কর্মসূচি

(খ) পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :

সকল শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়েছে এবং ঝরেপড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনের পরেও দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনও অনেক শিশু বিদ্যালয় বহির্ভূত রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য পিইডিপি-৪ এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক

প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পাইলট কর্মসূচির আওতায় ১ লক্ষ শিশুর পাঠদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিখন কার্যক্রম চালুর লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী বেসরকারি সংস্থা নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে। আগামী জানুয়ারি ২০২০ থেকে মাঠ পর্যায়ে কর্যক্রম শুরু করা সম্ভব হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় পিইডিপি-৪ এর সেকেন্ড চান্স এডুকেশন এর চলমান পাইলট কর্মসূচির শিক্ষাকেন্দ্র

৮। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

ভবিষ্যৎ প্রকল্প/কর্মসূচি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, Seventh Five Year Plan, Sustainable Development Goal (SDG)-4 এর আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে এবং কর্মসূচির জন্য প্রস্তাবনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

১) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি: (এনএফইডিপি): উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এযাবৎ খন্ডকালীন প্রকল্পনির্ভর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। যে কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে কোন টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে দেশে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে একটি দীর্ঘমেয়াদী সেক্টর ওয়াইড এপ্রোচ প্রোগ্রাম হিসেবে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি)' বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে।

এনএফইডিপি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন কম্পোনেন্ট :

ক) **সাক্ষরতা কর্মসূচি :** দেশে বিদ্যমান ৩ কোটি ২৫ লক্ষ নিরক্ষরদের মধ্য থেকে ১৫+ বয়সী ৫০ লক্ষ নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে।

খ) **বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :** বিদ্যালয় বহির্ভুত ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;

গ) **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :** সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় যারা সফলভাবে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্ন করবে এ রকম ১০ লক্ষ নব্য-সাক্ষরকে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;

ঘ) **জীবনব্যাপী শিক্ষা :** সমাজের পিছিয়ে পড়া, শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মানুষ, বিশেষ করে সাক্ষরতা কোর্স সম্পন্নকারী নব্যসাক্ষরদের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে একটি আলোকিত ও উৎপাদনশীল সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'জীবনব্যাপী শিক্ষা কর্মসূচি' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঙ) **ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থায়ী কমিউনিটি লার্ণিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠা:** সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ীত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিটি ইউনিয়নে এবং কিছু শহর এলাকায় প্রথম পর্যায়ে ৫০০টি ICT বেইজড্ স্থায়ী কমিউনিটি লার্ণিং সেন্টার (সিএলসি) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। যেখানে ৮-১৪ এবং ১৫-৪৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষ সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। এছাড়া অব্যাহত শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার (Lifelong Learning) সুযোগ সৃষ্টি হবে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে স্থায়ী কমিউনিটি লার্ণিং সেন্টারের লে-আউট ডিজাইন ও প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP) এর আওতায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) **প্রতিটি জেলায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতায় স্থায়ী জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: (Livelihood Skills Development Training Centers) :**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বাজার চাহিদা অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা হবে। এর ফলে তাদের দেশে ও দেশের বাহিরে কর্মসংস্থান ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। স্থাপত্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লে-আউট ডিজাইন এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (NFEDP)র আওতায় তা বাস্তবায়ন করা হবে।

'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি)'র ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

নেপ প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন

ভূমিকা

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" (নেপ) একটি শীর্ষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে "মৌলিক শিক্ষা একাডেমী" নামে এর যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে ১৯৮৫ সালে "জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী" (নেপ) হিসেবে এবং ২০০৪ সালের ১ অক্টোবর থেকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে 'নেপ' বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দেশের ৬৭টি পিটিআই-এ ডিপিএড প্রশিক্ষণ কোর্সের কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের জন্য বুনিয়াদী প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও গবেষণা পরিচালনা করাও এর অন্যতম প্রধান কাজ।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ক্যাম্পাস

ভিশন (Vision):

মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।

মিশন (Mission):

প্রশিক্ষণ ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরসঃ

নেপ পরিচালনার জন্য ১৪ সদস্যের বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। বোর্ড অব গভর্নরস নেপ-এর যাবতীয় কার্যক্রমের অনুমোদন প্রদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নেপ বোর্ড অব গভর্নরস- এর চেয়ারম্যান ও মহাপরিচালক, নেপ সদস্য সচিব।

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর সদস্যগণের তালিকাঃ

১.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	যুগ্মসচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	রেক্টর, বিপিএটিসি মহোদয়ের প্রতিনিধি (এম.ডি.এস পদমর্যাদার নিম্নে নয়)	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৭.	চেয়ারম্যান, এনসিটিবি	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি	সদস্য
৯.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ	সদস্য
১১.	বেগম রাশেদা খানম, সাবেক উপাধ্যক্ষ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (মহিলা)	সদস্য
১২.	জনাব আজিজ আহমেদ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, ডিপিই	সদস্য
১৩.	অধ্যাপক কাজী আফরোজ জাহান আরা, শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক (নেপ)	সদস্য সচিব

নেপ বোর্ড অব গভর্নরস-এর ৩৫তম সভায় সভাপতিত্ব করছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন

নেপ-এর কর্মপরিধি:

- মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপকগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সে বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ, গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণা কাজের সমন্বয় সাধন করা।
- প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রম উন্নয়ন/পরিমার্জন ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রণয়ন করা।
- শ্রেণি কার্যক্রমের এবং প্রশিক্ষণ অধিবেশনের মান উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট আদর্শ উপকরণ এবং বিষয়ভিত্তিক উপকরণ উন্নয়ন করা।
- প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কাজ মনিটরিং এবং সুপারভিশন করা।
- সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কার্যক্রম পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা।
- গবেষণাপত্র ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে মৌলিক ও উদ্ভাবনীমূলক বিষয় সম্বলিত জার্নাল প্রকাশ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নবতর উপায় ও কৌশল গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন ও দ্রুততর করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের কাজে সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে থাকে এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নেপ-এর অনুষদ সদস্যগণের যৌথ উদ্যোগে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন র্কমসূচি গ্রহণ করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সভা, ওয়ার্কশপ, সম্মেলন এর আয়োজন করা। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধারণা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি প্রবন্ধ ও জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে প্রচার ও বিস্তার ঘটানো।
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টার-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী-এর কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

অনুষদসমূহ:

নেপ-এর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ৭টি অনুষদ দায়িত্ব পালন করছে:

১. পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা অনুষদ
২. ভাষা অনুষদ
৩. সমাজবিজ্ঞান অনুষদ
৪. বিজ্ঞান ও গণিত অনুষদ
৫. গবেষণা ও কারিকুলাম উন্নয়ন অনুষদ
৬. মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ
৭. টেস্টিং এন্ড ইভালুয়েশন অনুষদ

সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) বোর্ড:

১৯৮২ সালে নেপ-এ সি-ইন-এড বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বোর্ডের অধীনে সারাদেশে ৬৭টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি পিটিআই-এর একাডেমিক ও পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সি-ইন-এড বোর্ড এর অধীনে ১৮ মাসব্যাপী ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স ৬৭টি পিটিআই-তে এবং ১ বছরব্যাপী সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ কোর্স ০৫টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি পিটিআই-তে পরিচালিত হচ্ছে। মহাপরিচালক, নেপ পদাধিকার বলে সি-ইন-এড বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং পরিচালক, নেপ সি-ইন-এড বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন (সি-ইন-এড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৫-২০১৯):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	মোট পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	পাশের হার (%)
১	২০১৫-২০১৬	৫৮৫	৬৫৯	৫৮৮	৮৯.২৩
২	২০১৬-২০১৭	৬৭৯	৭২৮	৭১৬	৯৮.৫২
৩	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৮	৫৬৫	৫৬৬	৫৫৮	৯৮.৫৮
৪	জানুয়ারি - ডিসেম্বর, ২০১৯	৩৪৫	কোর্স চলমান আছে		

প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) কর্তৃক ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণ বিবরণী (২০১৬-২০১৯):

ক্রমিক নং	শিক্ষাবর্ষ	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (অনিয়মিতসহ)	উত্তীর্ণ	পাশের হার
১.	জানুয়ারি, ২০১৬- জুন, ২০১৭	৮৯৪৮	৯১১৫	৮৭৬০	৯৬%
২.	জানুয়ারি, ২০১৭- জুন, ২০১৮	১১৩০৪	১১৫২৩	১১১৭৩	৯৭%
৩.	জানুয়ারি ২০১৮-জুন ২০১৯	১২২২১	১২২২১	ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।	

বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত
জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ডিপিএড কার্যক্রম (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০১৯)

১. ডিপিএড কার্যক্রম মনিটরিং:

০১ জানুয়ারী ২০১৯ হতে ৬৭টি পিটিআই-তে ডিপিএড প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। নেপ অনুষদবৃন্দ কর্তৃক ৪৭টি পিটিআই পরিদর্শন করা হয়েছে। উক্ত মনিটরিং এর তথ্যের ভিত্তিতে ২টি মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুপারশিসমূহ:

১। পরিদর্শিত পিটিআইগুলোর ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন।
২। পিটিআই সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডেন্ট এর পদ পূরণ করা প্রয়োজন।
৩। লাইব্রেরী আরও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।
৪। শরীরর্চচা কার্যক্রম ও সহ-শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী জোরদার করা প্রয়োজন।
৫। প্রয়োজনীয় আইসিটি সরঞ্জাম সরবরাহ করা দরকার।
৬। আইসিটি সরঞ্জাম মেরামত করার বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ করা প্রয়োজন।
৭। পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন করা প্রয়োজন।
৮। পিটিআই এর সার্বিক নিরাপত্তার জন্য আনসার সদস্য নিয়োগ করা প্রয়োজন।
৯। কমনরুম সুসজ্জিত করা প্রয়োজন।
১০। মাল্টিমিডিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. ডিপিএড সামগ্রী প্রিন্টিং ও বিতরণ:

১৫টি বিষয়ভিত্তিক সামগ্রীর (তথ্য পুস্তক ও ইন্সট্রাক্টর নির্দেশিকা) ১,১৮,২২৭ কপি মুদ্রণপূর্বক ৬৭টি পিটিআই-এ প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. প্রশিক্ষণের বিবরণ

কর্মশালা:

- ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২ দিনব্যাপী "পিটিআই মনিটরিং টুলস প্রস্তুতকরণ" শীর্ষক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আই.ই.আর, এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৩০জন অংশগ্রহণ করেন।
- ২৪ জুন ২০১৯ তারিখ দিনব্যাপী "পিটিআই মনিটরিং প্রতিবেদন উপস্থাপন" বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালায় আই.ই.আর, এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেন।
- ২৭ জুন ২০১৯ তারিখ দিনব্যাপী "গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন-২০১৯" বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনসিটিবি, পিটিআই এবং নেপ এর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ মোট ৫৯জন অংশগ্রহণ করেন।

গবেষণা:

রাজস্ব খাতের আওতায় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত দু'টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে:

1. Student's Weakness in Bangla and English of Grade Three: Causes and Remedies,
2. Study on Effectiveness of School Based Training: Case of Mathematics Teaching-learning in the Primary Classroom

Student's Weakness in Bangla and English of Grade Three: Causes and Remedies গবেষণাটি সম্পন্ন হয়েছে যার Findings এবং Recommendations নিম্নরূপ:

Title of the research	Findings of the research	Recommendations of the research
Student's Weakness of Grade Three in Bangla and English: Causes and Remedies	• Teachers are not fully following the TG of NCTB for achieving of all Bangla language skills.	• Teachers should practice teaching techniques following the TG of NCTB for achieving all language skills.
	• Teachers did not follow interactive and participatory approaches like, group reading, pair reading, silent reading, use of flashcard, word card, reading out of textbook, etc.	• Teachers' have to follow NCTB suggested methods with teaching materials at Bangla language teaching. In addition, s/he can follow the annual and daily lesson plan which provides by the National Academy for Primary Education (NAPE).
	• Teachers did not scaffold to write and brainstorming for creative writing in classroom.	• It is needed to introduce a scaffold based assessment for students continuously to reach up to the mark.
	• Students' achievement score is poor in the unseen text due to	• It is needed to make a book corner in every classroom and providing

	inadequate supplementary reading materials like storybooks, rhymes or any other kind of reading resources in school. • Schools have not sufficient physical facilities related to language teaching and learning environment at classroom like light, fan, sound box, audio player. • Most of the students are absence at classrooms maximum days in a month. • Most of the teachers who teach Bangla have no subject-based training. In addition, the duration of subject-based training is insufficient and training conducting appropriateness is not unquestionable. • Teachers are passing busy time with others works like activities (official work, stipend activities, survey, and voter list update).	supplementary reading materials (SRM) for each school. • Ensuring physical facilities for conducting Bangla language classes as prescribe in the national curriculum. • The government can take initiatives to ensure 100 percent attendance of students through confirming the regular parent meeting, teachers' home visit or inquiring over phone. In addition, SMC members have to play their role actively for ensuring students' regular attendance. • It is needed to recruit subject-based teacher to fulfill learning needs of primary students. In addition, the government has to dedicate one teacher for each subject of grade one to five. Government has to ensure subject base training for teachers in proper manner and duration training should be increased. • Taking motivational initiatives for teachers like increment, promotion, training in home and abroad, etc.

English:

Themes	Causes of students' weakness in English	Remedies/Recommendations
Problems in Using Teaching Materials	It is found that teachers did not ask thought-provoking questions when showing pictures.	It is needed to motivate teachers to use teaching aids regularly in the classroom. It must have ensured to have sufficient number of teaching-learning materials.
Inappropriate Teaching Technique	Most of the teachers did not demonstrate to the students how to ask and reply, how to give commands and carry them out. Teachers did not follow the techniques of teaching reading as described in Teachers' Edition.	It is needed to develop daily lesson plans by following the curriculum and Teachers' Edition. English training should have given to the teachers by focusing on the pedagogical aspect and English language development.

Lack of students' active engagement	Teachers, those who gave group work, pair work and role play in listening, speaking and reading activities did not check how far the students are actively engaged in the activities. Most of the time teachers did not invite weak students in front of the class and they also did not engage weak students in role-play activities.	In Whole Class Work (WCW), Group Work (GW) and Pair Work (PW), it is needed to ensure students' active engagement in the classroom by mixing different levels of students and by peer assessment. It also needs to orient the teachers how to arrange Whole Class Work (WCW), Group Work (GW) and Pair Work (PW) in the classroom.
Inappropriate Students' Assessment Technique	Teachers are unable to apply the appropriate techniques to assess students learning. Some teachers gave reading and writing activities to check students' listening and speaking skills. No teachers used peer assessment or engaged good students to check students' learning achievement in the classroom.	Comprehensive assessment procedure should have introduced to monitor students' performances. Need to support teachers by letting them know how to develop skill-focused assessment tools, how to assess all students learning in the classroom and how to preserve the students' learning records.
Large Class Size	Teachers could not conduct the lesson related activities such as group work and pair work effectively due to the large class size.	It needs to reduce the class size and to maintain the teacher-student ratio to conduct classes effectively.
Lack Of Motivation And Support	Though some teachers praise students for their class activities, most of the teachers did not motivate slow learners to be attentive in the classroom and did not support weak students specifically to minimize their learning gaps.	It is important to motivate and support students to enhance their learning. Teachers must motivate students to be more attentive in the class, remove shyness. Need extra support to develop the stock of vocabulary of English words.
Students' Learning Deficiency Of Previous Classes	Students were found in class 3 who had learning gaps in previous classes. Some students were also found who are a repeater in the same class.	Special support is needed for the weak students who had learning gaps in previous classes to achieve the competencies.
Teachers' Incompetence In English	Most of the teachers admitted that they have limitation in pronouncing English words in a proper way. Besides, they have a limited stock of vocabulary. That is why they are not spontaneous to conduct the classes in	To teach English foreign language effectively, it needs to deploy a good number of specialist teachers in the schools. It would be better to recruit subject-based English teacher. Assigning one teacher to conduct English classes from class1-5 could also be a way to make teachers

Study on Effectiveness of School Based Training: Case of Mathematics Teaching-learning in the Primary Classroom	Most of the schools have no access to audio and multimedia materials to practice listening and speaking practice in the classroom. Some teachers didn't use the audio and multimedia despite they have access to use those.	• An intensive training course on lesson study should be arranged for teachers and academic supervisors. • Academic Supervision, monitoring and mentoring of lesson study activities have to be ensure in a regular basis by the Head Teachers, URC instructors and AUEOs. • LS should be conducted in all subjects in order to ensure mastery learning of all students. • Lesson study implementation plan should be incorporated in the yearly school activities plan. • LS program should be implemented in every primary school. • Lesson study implementation status should be included in the school monitoring/inspection form • Lesson study related resource book (lesson study guide book developed by DPE with the support of JSP), instructional materials and lesson study implementation video should be provided to all school.

Student's Weakness in Mathematics of Grade Three: Causes and Remedies গবেষণাটি চলমান রয়েছে যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক প্রদত্ত পিটিআই মনিটরিং বিষয়ক তথ্যাবলী:

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর মনিটরিং ও সুপারভিশন অনুষদ কর্তৃক কমলাপুর পিটিআই চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর পিটিআই, মাদারীপুর পিটিআই, কক্সবাজার পিটিআই, বান্দরবান পিটিআই ও শেরপুর পিটিআই এ ৬ (ছয়) টি পিটিআই সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এতে প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ:

১. জনবল স্বল্পতার কারণে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় বিঘ্ন ঘটছে।

২. হোস্টেল এবং হোস্টেলে আসন সংখ্যার স্বল্পতা রয়েছে।

৩. শ্রেণিকক্ষে আইসিটি ব্যবহারের সুযোগ কম।

৪. দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে আইসিটি কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performence Agreement) সম্পাদন ও বাস্তবায়ন:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সকল কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিও যথাসময়ে স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার বাস্তবায়ন বর্তমানে চলমান আছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এম.পি. ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিতিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ ইউসুফ আলী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর করেন।

২০১৮-২০১৯ সালে নেপ এ পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য :

অর্থ বছর	রাজস্ব খাত			উন্নয়ন খাত			সর্বমোট
	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
২০১৮-২০১৯	৫২৬	১৩০	৬৫৬	১৫৬ জন	১১০ জন	২৬৬ জন	৯২২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্বখাতে নেপ কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ :

S. No	Name of Training	Days	No. of Participants		
			Male	Female	Total
1	Orientation Training Course for Newly Recruited Head Teachers. (Batch -1)	15	32	08	40
2	Do (Batch -2)	15	32	08	40
3	Do (Batch -3)	15	29	11	40
4	Do (Batch -4)	15	30	10	40
5	Do (Batch -5)	15	34	06	40
6	Do (Batch -6)	15	34	06	40
7	Training on office Management and Field Level Administration for ADPEOs.	05	29	01	30
8	Office Management Training for URC Instructors.	05	23	07	30
9	Foundation Training for Instructors of PTI/URC and UEOs.	45	31	09	40
10	Training on Office Management and Annual Work - Plan for Superintendents of PTI.(Batch -1)	03	23	10	33
11	Training on Office Management and Annual Work - Plan for Superintendents of PTI.(Batch -2)	03	26	07	33
12	Foundation Training for AUEOS (Batch -1)	45	35	05	40
13	Do (Batch -2)	45	33	07	40
14	Do (Batch -3)	45	31	09	40
15	Do (Batch -4)	45	32	08	40
16	Training on Office Management and Field Administration for UEOs. (Batch -1)	05	25	03	28
17	Training on Office Management and Field Administration for UEOs. (Batch -2)	05	22	08	30
18	Training on PTI Management for Assistant Superintendents of PTI.	05	25	07	32
	Total		526	130	656

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা ২০১৮ এর প্রশ্ন কাঠামো চূড়ান্তকরণ ওয়ার্কশপ-এ উপস্থিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোহাম্মদ আসিফ-উজ-জামান ও অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপদ প্রণয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম :

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম প্রণয়ন (দুই বার)	২৪ দিন	২২৪ জন	৪২ জন	২৬৬ জন
২.	যোগ্যতাভিত্তিক আইটেম রিভিউ (দুই বার)	২০ দিন	৩৪ জন	১৬ জন	৫০ জন
৩.	আইটেমের ইংরেজি যাচাই (দুই বার)	১০ দিন	৪৪ জন	৮ জন	৫২ জন
৪.	মার্কার ট্রেনিং (এইউইও) (নয় ব্যাচ)	২৭ দিন	১৫৬ জন	১১০ জন	২৬৬ জন
৫.	মার্কার ট্রেনিং ম্যানুয়াল পরিমার্জন কর্মশালা	২ দিন	৩২ জন	৮ জন	৪০ জন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে নেপ কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক কাযর্ক্রম:

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কার্যক্রমের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী		মোট
			পুরুষ	মহিলা	
১.	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন (দুই পর্ব)	১০ দিন	৮৬ জন	৫৮ জন	১৪৪ জন
২.	প্রশ্নপত্র মডারেশন	৫ দিন	৬৭ জন	৫ জন	৭২ জন
৩.	প্রশ্নপত্র ইংরেজি ভার্সন	৪ দিন	৩৬ জন	২০ জন	৫৬ জন
৪.	আইটেমের ইংরেজি যাচাই	১০ দিন	১০ জন	০০ জন	১০ জন

নেপ কর্তৃক জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপন:

বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ যথযোগ্য মর্যাদায় ও সরকারি নির্দেশনার আলোকে উদযাপন করা হয়।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) কর্মকর্তা কর্মচারী কর্তৃক মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৯ উদযাপন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ কর্তৃক আয়োজিত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান ও দোয়া মাহফিল।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)-এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম কর্তৃক নেপ এর লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক কর্ণার উদ্বোধন।

গবেষণা সেমিনার:

নেপ এ প্রতি বৎসর গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দু'টি গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। গত ২৯ জুন ২০১৯ তারিখ নেপ-এ গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। নেপ, আইইআর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, (পুরুষ) ময়মনসিংহ এর সর্বমোট ৫৯ জন কর্মকর্তা উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

প্রকাশনা:

- নেপ কর্তৃক প্রকাশিত ষাণ্মাসিক নিউজলেটার নেপ বার্তা-র মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সচিত্র সংবাদ ও প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অর্জিত সাফল্য দেশবাসীর নিকট তুলে ধরা হচ্ছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে দুটি নেপ বার্তা প্রকাশিত হয়েছে।
- বাৎসরিক প্রকাশনা - প্রাইমারি এডুকেশন জার্নাল-এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার (২০১৮-২০১৯) তথ্যাবলী ও সুপারিশসমূহ :

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ থেকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণসহ গবেষণা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, মনিটরিং ও মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষার মান পূর্বের সময়ের তুলনায় যথেষ্ট উন্নীত হয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামোতে, শিক্ষকমানে, শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায়, মনিটরিং, মেন্টরিং এবং একাডেমিক সুপারভিশনেও। এসব কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার পরও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সমস্যা এখনও বিরাজমান। এ সমস্যাগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং সমাধানের জন্য গণসচেতনতামূলক

কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সহায়তা দানের জন্য জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ প্রতিবছর সমাজ সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে বিভিন্ন সুপারিশ সরকারের অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দেশের যেসব এলাকায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার কম, ঝরে পড়ার হার বেশি সর্বোপরি শিক্ষার হার কম সেখানে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া, কিশোরগঞ্জ জেলার তাড়াইল, রাজশাহী জেলার চারঘাট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া প্রভৃতি স্থানে ৬টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি কর্মশালায় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৫০ জন করে মোট ৩০০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর কার্যক্রমের উপর একটি ও মানসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের উপর আরও একটি ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শন করা হয়। কর্মশালাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের এসএমসি'র সভাপতি, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। তথ্যজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, পিটিআই সুপারিনটেনডেন্ট, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ক কর্মশালা-২০১৮, উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কেন্দ্র, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে ছয়টি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণকর্তৃক চিহ্নিত অন্তরায় ও সুপারিশসমূহ :

সমস্যার ধরণ	অন্তরায়সমূহ	সুপারিশমালা
অবকাঠামোগত সমস্যা সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। পুরাতন কিছু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সদ্য জাতীয়করণকৃত কিছু বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন এখনও বিদ্যমান এবং যেখানে নির্মাণ কাজ হচ্ছে সেখানেও কাজের নিম্নমান যা ভবিষ্যতে আবার ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পরিণত হবে। এতে ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যায়। ২। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়গুলোতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় প্রায়ই শিশুরা দুর্ঘটনার শিকার হয়। দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কম হয় এবং অভিভাবকগণ তাদের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করেন। ৩। অনেক বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক না থাকায় শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগারের কাজ ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারছে না। ৪। বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয়জলের অভাব। গভীর নলকূপ না থাকায় প্রয়োজনে পানি পান করতে পারছেনা। পানি পানের জন্য শিক্ষার্থীরা এদিক ওদিক যায় অথবা পানি পান না করেই বিদ্যালয়ে অবস্থান করে। ফলে ক্লাসে অমনোযোগী হয়ে পড়ে এবং শারীরিকভাবে এর প্রভাব পড়ে। ৫। প্রাক প্রাথমিক শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত না থাকায় কোমলমতি শিশুদের প্রথমেই বিদ্যালয় সম্পর্কে ভালো ধারণা হচ্ছে না। এতে শিক্ষকের পাঠদানের সময় শিক্ষার্থীরা আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। ৬। আসবাবপত্রের স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে বসতে অসুবিধা, শিক্ষকগণের পাঠদানে সমস্যা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। ৭। খেলার মাঠ না থাকা, অসমান মাঠ, মাঠে	১। পুরাতন বিদ্যালয় ও সদ্য জাতীয়করণকৃত যেসকল বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোর সমস্যা সমাধান করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। যেসকল বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন রয়েছে সেগুলো অপসারণ করে নতুন ভবন নির্মাণ করা। নির্মাণ কাজের সময় গুণগত মান নিশ্চিত করতে অধিদপ্তর কর্তৃক জেলাভিত্তিক টীম গঠন করে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। ২। ব্যস্ততম মহাসড়কের পাশের বিদ্যালয়ের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের ব্যবস্থা করা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। ৩। শিক্ষার্থীরা সময়মত শৌচাগারের কাজ ও প্রয়োজনে হাতমুখ ধৌত করতে পারা জরুরী এবং স্বাস্থ্যসম্মত বিষয়। এজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে ওয়াশব্লক নির্মাণ করে শৌচাগার সমস্যার সমাধান করা। ৪। পিইডিপি-৪ এর আওতায় এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা। ৫। এসএমসি ও স্থানীয় জনগণের সহায়তায় প্রাক প্রাথমিকসহ প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ সুসজ্জিত করা। তাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে খুশি থাকবে এবং শিক্ষকগণ পাঠদান করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। ৬। পিইডিপি-৪, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদের সহায়তায় আসবাবপত্র, পর্যাপ্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করে স্বাচ্ছন্দ্যমত পাঠদান করার ব্যবস্থা করে দেয়া। ৭। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা জরুরী। যেসকল বিদ্যালয়ে জায়গা আছে কিংবা মাঠ অসমান ও জলাবদ্ধতা আছে সেখানে সরকারিভাবে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/উপজেলা পরিষদের সহায়তায় মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

	জলাবদ্ধতা ইত্যাদির কারণে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের চিত্ত বিনোদন এবং শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ৮। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের সুযোগ সুবিধা না থাকায় তারা বিদ্যালয়ে আসছে না। আবার ভর্তি হলেও কিছুদিন পরেই বিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে যায়।	৮। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুরা যাতে বিদ্যালয়ে এসে তাদের উপযুক্ত পরিবেশ পায় সেদিকে খেয়াল রেখে অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। বিশেষ করে তাদের শ্রেণিকক্ষগুলোতে ও টয়লেটে প্রবেশের বিষয়টি। আবার বিদ্যালয়টি যদি বহুতল বিশিষ্ট হয় তাহলে উপরের তলাগুলোতে যাতে সহজে তারা যাতায়াত করতে পারে সেভাবে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করতে হবে।
প্রশাসনিক ও শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। বিদ্যালয়ে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ না থাকায় প্রধান শিক্ষক অধিকাংশ সময় রেকর্ড রেজিষ্টার হালনাগাদকরণ এবং প্রশাসনিক কাজে ব্যস্ত থাকেন ফলে তিনি পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ করতে পারেন না। ২। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষকগণের অধিক সংখ্যক ক্লাস পরিচালনা করা। যার ফলে ক্লাস পরিচালনায় অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মাঝে অনীহা পরিলক্ষিত হয়। ৩। দুর্গম এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা। বিদ্যুৎ না থাকার কারণে অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে না পারায় বিদ্যালয়ে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাচ্ছে না। ৪। দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের যাতায়াত সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান যথাসময়ে না হওয়া। ৫। অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন বিদ্যালয়ে যেতে ক্ষেত্রবিশেষে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু না থাকা ইত্যাদি। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। ৬। শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়হীনতা। ৭। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে না পারা।	১। বিদ্যালয় পর্যায়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদ সৃজন করে নিয়োগদানের ব্যবস্থা করা যাতে প্রধান শিক্ষক পাঠদান এবং মনিটরিং কাজ যথাযথভাবে করতে পারেন। ২। শিক্ষক ছাত্র অনুপাতের দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন পদ সৃজন করা এবং শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক সংকট দূর করা যাতে শিক্ষকগণ ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন। ৩। কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। দুর্গম এলাকার যেসব বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই সেখানে সৌরবিদ্যুতের ব্যবস্থা করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করা। এতে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়াসহ অন্যান্য আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যুগোপযোগী পাঠদান করা যাবে এবং শিক্ষার্থীরা নিয়মিত বিদ্যালয় গমনে উৎসাহিত হবে। ৪। দুর্গম এলাকা ও চরাঞ্চলের শিক্ষকদের যাতায়াত বাহন অথবা আবাসনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষকগণ সময়মত বিদ্যালয়ে আগমন প্রস্থান করতে পারেন। ৫। স্থানীয় সরকার এবং উপজেলা পরিষদের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে গমনে যাতায়াত সমস্যা রয়েছে সেখানে রাস্তাঘাট, ব্রিজ কালভার্ট, সংযোগ সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করা। এতে শিশুরা সহজে বিদ্যালয়ে যেতে পারবে এবং বিদ্যালয়ে গমনের ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহও থাকবে না। ৬। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও সভার মাধ্যমে শিক্ষক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্যগণের মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ নেয়া।

	৮। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ভালভাবে শিক্ষক পাঠদান করতে পারছেন না, এতে অনেক ক্ষেত্রেই শিখনফল অর্জিত হচ্ছে না। ৯। শিশুদের দীর্ঘসময় বিদ্যালয়ে অবস্থানে বাধ্য করা হচ্ছে। তারা অধিক সময় পর্যন্ত মনোযোগ ধরা রাখতে পারছেনা এবং শারীরিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। ১০। প্রধান শিক্ষকগণের শ্রেণি পাঠদান যথাযথ পর্যবেক্ষণ না করা। এতে সহকারি শিক্ষকগণ তাদের ইচ্ছামত পাঠদান করেন, ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র রুটিন মেইনটেইন করা হয়। ১১। দপ্তরী কাম প্রহরীর শূণ্যপদ পূরণ না করার ফলে বিদ্যালয় কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি রাতে অরক্ষিত থাকছে, কোথাও কোথাও চুরি হয়ে যাচ্ছে। ১২। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন আলাদা সময়সূচী না থাকায় সময় ব্যবস্থাপনায় সমস্যা হচ্ছে। আগমন প্রস্থানে সঠিক সময় মানা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ১৩। শিশুদের খেলাধুলার জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকার কারণে পড়াশুনার প্রতি আন্তরিকতা এবং আগ্রহ কমে যায়, ফলে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতা অর্জিত হয় না। এতে কিছু শিক্ষার্থী একটা সময় ঝরে পড়ে।	৭। এসএমসি সদস্যদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা যাতে বিদ্যালয় কার্যক্রমে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন। ৮। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ও পাশাপাশি শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ হলে সকল শ্রেণিতে দক্ষতার সাথে পাঠদান করতে পারবে এবং শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি শিখনফলগুলো সহজে অর্জন করানো যাবে। ৯। শিশুরা যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয় কার্যক্রমে মনোযোগ ধরা রাখতে পারে সে জন্য বিদ্যালয়ের দীর্ঘসময় কমিয়ে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে আনতে কর্তৃপক্ষের সদয় বিবেচনা করা। ১০। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হলে সহকারি শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হবেন। এজন্য প্রধান শিক্ষকগণের মাসিক সমন্বয় সভায় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। ১১। কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যে সকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নেই সে সকল বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী নিয়োগ করে বিদ্যালয় কার্যক্রমে সহায়তা নেয়া। এতে আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি নিরাপদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। ১২। গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন সময়ে রুটিনে বিদ্যালয় কার্যক্রমের আলাদা সময়সূচী রাখতে হবে। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আগমন প্রস্থান সঠিক সময়ে হবে এবং বিদ্যালয় কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে। ১৩। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের জন্য রুটিনে খেলাধুলার সময় রাখা। এতে পড়াশুনার প্রতিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।
শিখন-শেখানো কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাবলী	১। ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহার করে শিক্ষকগণের পাঠদান না করা। আইসিটি সামগ্রী ও দক্ষ আইসিটি শিক্ষকের অভাব। অধিকাংশ শিক্ষকের প্রশিক্ষণ নেই এবং যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদেরও ডিজিটাল পদ্ধতিতে পাঠদান না করার প্রবণতা রয়েছে।	১। ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য সকল বিদ্যালয়ে আইসিটি সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষকগণের আইসিটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের পাঠদান মনিটরিং করতে হবে।

	২। সঙ্গীত, শরীরচর্চা এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক না থাকার কারণে এই বিষয়ে পাঠদানের সমস্যা। ৩। কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণের সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে পাঠদান কৌশল সঠিক না হওয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিখনফল অর্জিত না হওয়া। ৪। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের পাঠের প্রতি অনীহা ও অমনোযোগি হয়ে লেখাপড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পূর্ববর্তী ক্লাসগুলোতে যদি শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগি যোগ্যতা অর্জিত না হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। ৫। কিছু শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে ও ফেইসবুক চালাচ্ছে। এতে পাঠদান ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের উপর মোবাইল ব্যবহারের একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। ৬। কোন কোন শিক্ষকের পেশাগত আন্তরিকতার অভাবে বিদ্যালয়ের আগমন প্রস্থানে ন্যায়নিষ্ঠ থাকে না, পাঠদানে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেন এবং নানা অজুহাতে ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন না।	২। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সংগীত, শরীরচর্চা এবং চারু ও কারুকলা শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা করা। ৩। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কারিকুলাম সম্পর্কে শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাতে পাঠদান কৌশল সঠিক হয় এবং শিখনফল অর্জিত হয়। ৪। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা যাতে তাদের পড়াশুনার প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি না হয়। এজন্য পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে অধিক সময় প্রদান করতে হবে। ৫। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনের ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা। শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন এবং এর মাধ্যমে ফেইসবুক ব্যবহার বন্ধ হলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবে। ৬। শিক্ষকগণের পেশার প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে নীতি নৈতিকতার বিষয় নিয়ে আলোচনা করে উদ্বুদ্ধ করা। আগমন প্রস্থান ও ক্লাসে উপস্থিতির বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে।
সামাজিক সচেতনতামূলক সমস্যাবলী	১। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণের সম্পৃক্ত না থাকা। ২। শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে তাদের অনাগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং দুপুরের পরের ক্লাসগুলোতে আগ্রহ থাকে না। ৩। অভিভাবকগণের দরিদ্রতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিশুশ্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকে ও বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার কম থাকে। ৪। কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকগণের শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। ৫। সঠিক সময়ে শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে না পারা।	১। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই বিতরণের সময় ও জাতীয় দিবসসমূহ উদযাপনের সময় ক্যাচমেন্ট এলাকার জনগণকে আমন্ত্রণ জানিয়ে উক্ত কাজে সম্পৃক্ত করা। ২। অভিভাবক ও মা সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য মিড-ডে মিলের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ এবং দুপুরের খাবার শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্সে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। ৩। শিশুশ্রম আইন সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা সমাবেশ, পোস্টার ও লিফলেটের ব্যবস্থা করা এবং উপবৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ৪। অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা।

	৬। কোন কোন ক্ষেত্রে কন্যা শিশুদের ইভটিজিং এর কারণে বিদ্যালয়ে তাদের উপস্থিতি কমে যায়। ৭। বাল্যবিবাহের কারণে প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্ত না করেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া।	৫। শিশুদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশ ও মা সমাবেশের আয়োজন করে বিদ্যালয়ের সময়সূচী সম্পর্কে অবহিত করা। ৬। এসএমসি এর মাধ্যমে সভা সমাবেশের আয়োজন করে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে কন্যা শিশুরা নির্বিঘ্নে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করতে পারে। ৭। বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, এসএমসি, অভিভাবক, শিক্ষক ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এর সহযোগিতায় অভিভাবকগণের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।
বিশেষ এলাকার সমস্যা সম্পর্কিত	১। নদী ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট সমস্যা যেমন অভিভাবকগণের স্থানান্তরের ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা বিঘ্ন ঘটে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। ২। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার না থাকায় শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারছে না এবং বিভিন্ন দিবস পালনে শিক্ষার্থীরা সম্পৃক্ত থাকে না। ৩। শিক্ষকগণের পদমর্যাদা ও বেতন ভাতাদি কম থাকা। যেমন প্রধান শিক্ষকগণ নন-গেজেটেড দ্বিতীয় শ্রেণি এবং সহকারী শিক্ষকগণ তৃতীয় শ্রেণি। শিক্ষকগণের পদমর্যাদা পার্শ্ববর্তী দেশেও অনেক বেশি অন্যান্য পেশার তুলনায়।	১। নদীভাঙ্গন এলাকায় অভিভাবকদের জন্য সরকারিভাবে এবং স্থানীয়ভাবে তাৎক্ষণিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা। অভিভাবকগণ যাতে স্থানান্তরে বাধ্য না হয় সে জন্য সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া। ২। স্থানীয় উদ্যোগে অথবা উপজেলা পরিষদের সহায়তায় প্রতিটি বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বিভিন্ন দিবস পালনে উদ্বুদ্ধ হবে। ৩। পার্শ্ববর্তী দেশের ন্যায় শিক্ষকগণের পদমর্যাদা ও বেতন ভাতাদি বৃদ্ধি করতে হবে। তাতে শিক্ষকগণ পেশার প্রতি আরো আন্তরিক হবেন এবং অধিকতর মেধাবীরা পেশা হিসেবে বেছে নেবে ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের জন্য সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন হবে বলে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন। অংশগ্রহণকারীগণ দিনব্যাপী আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন ও প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

উদ্ভাবনী কার্যক্রম :

- অংশীজনের নিকট উন্নততর সেবা প্রদান করতে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়সহ অন্য দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
- উদ্ভাবনী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নেপ-এর সি-ইন-এড বোর্ডকে ডিজিটালাইজড করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফলে প্রত্যেক পিটিআই নেপ-এর সাথে ডিপিএড প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করতে পারবে।
- নেপ ক্যাম্পাসকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে, এতে নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণ মনিটরিং সহজতর হয়েছে।
- কর্মকর্তা কর্মচারীদের বায়োমেট্রিক হাজিরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে পিটিআই সমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে এবং এতে সকলে কর্মসম্পাদনে আরও সচেতন হচ্ছে।
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিচালনায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়েছে। এতে সময় ও খরচ সাশ্রয় হয়েছে।
- পিটিআইসমূহে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও আন্ত:পিটিআই বদলী অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

উপসংহার:

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ এসডিজি বাস্তবায়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নেপ এর গবেষণালব্ধ তথ্য উপাত্ত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নেপ কর্তৃক পরিচালিত পেশাগত প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের একাডেমিক ক্যালেণ্ডারে নবনিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকগণের ১৫ দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কোর্সসহ সর্বমোট ১৬টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আরো কার্যকর করা হচ্ছে। এসডিজি বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নেপ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট

রৌমারী শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০৮, রৌমারী, কুড়িগ্রাম

এক নজরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম

১। ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা :

বিগত ০২/০৭/১৯৮৯ খ্রিঃ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে "পথকলি ট্রাস্ট" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি "শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট" নামকরণ করা হয়।

২। ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

(ক) ভাগ্যহত, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী শিশু-কিশোরদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(খ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থাকরণ।

(গ) শ্রমজীবী শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাকরণ।

৩। ট্রাস্টি বোর্ডের গঠন :

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালনার স্বার্থে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী চেয়ারপারসন; মাননীয় প্রতিমন্ত্রী-ভাইস চেয়ারপারসন; সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সদস্য (পদাধিকার বলে); মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অন্যান্য চার জন সরকার কর্তৃক মানোনীত সদস্য হিসেবে উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৪। ট্রাস্টের জনবল :

(ক) ট্রাস্টের জনবল কাঠামো অনুযায়ী ১ জন পরিচালক, ১ জন উপ-পরিচালক ও ২ জন সহকারি পরিচালক, ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, ১ জন উপ-সহকারি প্রকৌশলী ও ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ মোট ১৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিদ্যামান।

৫। বিদ্যালয়সমূহ :

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় : ট্রাস্টের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশে-ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৩১,৮৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(খ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র : ঢাকার কাপ্তানবাজার, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, রাজৈর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, জয়পুরহাট, ঝালকাঠি ও যশোর উপশহরে সর্বমোট ০৯টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে ৫২০ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করছে।

(গ) শিক্ষক/কর্মচারীর সংখ্যা : ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে (কারিগরি প্রশিক্ষণসহ) মোট ৯৮০ জন শিক্ষক ও ২১৮ জন কর্মচারী কর্মরত আছে।

(ঘ) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত ২০৫টি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৮১টি নিজস্ব ভবনে, ৭৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে, ৩৬টি ভাড়া ভবনে এবং ১৩টি অন্যান্য স্থাপনায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিজস্ব বিদ্যালয়ের স্থাপনাসমূহের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনায় নতুন ভবন নির্মাণ এবং পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামতের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে ৩৫ টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ/মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৬। বৃত্তি কার্যক্রম :

(ক) প্রতি বছর শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ২২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। একবার বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ অধ্যয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও বার্ষিক সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন।

(খ) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক মেধা কোটায় ৭০০/- টাকা ও সাধারণ কোটায় ৬০০/- টাকা হারে বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে।

(গ) বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় বছরওয়ারী বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ডিসেম্বর/২০১৮ মাসে বিভিন্ন শ্রেণিতে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪২৭ (চারশত সাতাশ) জন।

(ঘ) ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০০ সালে বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করার পর হতে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৩৯৩৪ (তিন হাজার নয়শত চৌত্রিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

৭। সমাপনী পরীক্ষা :

(ক) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায় প্রতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় ২৯৬৮ জন অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন গ্রেডে ২৮০৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশের হার ৯৪.৫৫%।

৮। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি :

জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর তত্ত্বাবধানে ০৭ সদস্যের পরিচালনা কমিটি দ্বারা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালিত হয়।

৯। ট্রাস্টের ব্যয় নির্বাহ :

(ক) ট্রাস্টের মূলধনের লভ্যাংশ থেকে বিদ্যালয়ের সংস্কার/মেরামত, আসবাবপত্র ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

(খ) ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হচ্ছে।

১০। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা :

সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শতভাগ নিশ্চিত করা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভাগ্যাহত, হতদরিদ্র, সুযোগসুবিধা বঞ্চিত এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়াসী, শিল্পাঞ্চল এবং ঘনবসতিপূর্ণ দরিদ্র জনগোষ্টির বসতি ও বস্তি এলাকায় শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু-কিশোরদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রের সাথে সংযোগ স্থাপন করা।

১১। মন্তব্য :

প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের Enrolment এর হার ৯৭.৮৫%। তদুপরি Drop out এর হার ১৮.৬%। বিভিন্ন কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা Drop out হয়ে থাকে। অতিদরিদ্র, শ্রমজীবী এর অন্যতম কারণ। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের Target Group মূলত এ সকল অতিদরিদ্র, শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীরা। সুতরাং এই শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় বিদ্যালয় স্থাপন করে বর্ণিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনে Drop out এর হার কমিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১০০% ছাত্র-ছাত্রীদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের একাংশ

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ট্রাস্টের কর্ম পরিকল্পনা

বর্তমান সরকারের "ভিশন-২০২১" বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মজীবী, দুঃস্থ, গরীব ও পথশিশুদের শিক্ষাকে শতভাগে উন্নত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ কর যেতে পারে :

(১) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাংলা পঠন দক্ষতা শতভাগে অর্জণ;

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট কর্মকর্তা/শিক্ষক/কর্মচারী (চাকুরী ও ছুটি) বিধিমালা-২০১০ এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট প্রবিধানমালা-২০১০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন;

(৩) ট্রাস্টের অর্থ সংস্থান অনুযায়ী এবং স্থানীয়ভাবে বিদ্যানুরাগী/দানশীল ব্যক্তির অর্থ সহায়তার মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ, সংস্কার ও মেরামত;

(৪) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তর এবং ট্রাস্ট পরিচালিত শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক/কর্মচারীর বিদ্যমান শূন্যপদ পূরণ।

(৫) ঢাকা মহানগরীসহ বিভাগীয় শহর, জেলা শহর এবং উপজেলা পর্যায়ে চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকরণ;

(৬) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে সি.ইন.এড/ডিপিএড/সি.এড প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) বাজেট সংস্থান সাপেক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়/কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ;

(৮) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ;

(৯) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের আওতায় আনা।

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি কার্যক্রম:

ক. নিজস্ব তহবিলে পরিচালিত বৃত্তি:

(১) শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতদরিদ্র, সুবিধা বঞ্চিত ও শ্রমজীবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল হতে প্রতি বৎসর বিশেষ বৃত্তি প্রদান করা হয়। সে লক্ষ্যে প্রতি বৎসর শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তির জন্য যোগ্য ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন করা হয়।

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি পরীক্ষা ২০১৮-এ বৃত্তি প্রাপ্ত এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর শ্রেণিভিত্তিক তথ্যাদি নিম্নরূপ:

শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	৫ম শ্রেণি	মোট	মন্তব্য
ছাত্র-ছাত্রী	৭৭	৬৬	৪৪	৩৩	২২০	বর্তমানে ২২০ জনকে বৃত্তি প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে

৩। ২০১৬ ও ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ধারাবাহিকভাবে বৃত্তি সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীর মোট সংখ্যা: ২১৫ জন। বর্তমানে মোট বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (২২০+২১৫) = ৪৩৫ জন।

৪। শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট বৃত্তি তহবিল হতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বৃত্তি বাবদ মোট ব্যয়: ৫৯,০২,৩৯০/- টাকা।

খ. সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি:

শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীগণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় সরকার প্রদত্ত মাসিক ১০০/-টাকা হারে উপবৃত্তি সুবিধা ভোগ করেন। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উপবৃত্তির সুবিধা ভোগকারি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৩১,৮৫০ জন।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা-২০১৯ এর একাংশ

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবন সংস্কার/মেরামত এবং আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি কার্যক্রমের বিবরণ:

ক্যাটাগরী-এ: বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ:

ক্র: নং	বিদ্যালয়ের নাম	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৯, মেহেরপুর	১৪	২.০০	চালের টিন ক্রয় বাবদ
২.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩১, জামালপুর	১৮	২.০০	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ
৩.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪০, নাটোর	১৫	০৫.০০	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ
৪.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪৫, খুলনা	৭.৭৮	৩.০০	ছাদ সংস্কার
৫.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৭, সিলেট	৩০	০৫.০০	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ
৬.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬৯, মৌলভীবাজার,	২১	৩.০০	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ
৭.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১১২, বাবুগঞ্জ, বরিশাল	১২.২৫	১.৫০	সেমিপাকা ভবন নির্মাণ
	মোট টাকা: (একুশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)		২১.৫০	

ক্যাটাগরী-বি: বিদ্যালয় ভবনের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ:

ক্র: নং	বিদ্যালয়ের নাম	ভবনের অবস্থা	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০, মাদারীপুর	পাকা	১.০০	ফ্লোর সোলিং, প্লাষ্টার ও রংকরণ এবং টয়লেট নির্মাণ
২.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২২, ঝালকাঠি	পাকা	১. ০০	প্লাষ্টার, দরজা-জানালা, রংকরণ এবং টয়লেট নির্মাণ/মেরামত
মোট টাকা : (দুই লক্ষ মাত্র)			০২.০০	

ক্যাটাগরী-সি: বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন সংস্কার/ মেরামত কাজ:

ক্র: নং	বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা	ভবনের অবস্থা	বরাদ্দের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১, ধোলাইখাল, ঢাকা	সেমিপাকা	১.৫০	ছাদের টিন পরিবর্তন
২.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ	পাকা	১.০০	ছাদের সংস্কার/মেরামত
৩.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭, গোপালগঞ্জ	পাকা	১.০০	ভবন বিদ্যুতায়ণ এবং রংকরণ
৪.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১১, আদমজীনগর, নারায়ণগঞ্জ	সেমিপাকা	০.৫০	ভবনের প্লাষ্টার, দরজা- জানালা, আসবাবপত্র ও টয়লেট ইত্যাদি সংস্কার/ মেরামত এবং রংকরণ
৫.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৫, কুমিল্লা	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
৬.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৪, চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ	পাকা	০.৫০	ঐ
৭.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-২৭, রাজবাড়ী	পাকা	০.৫০	ঐ
৮.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৩, খাগড়াছড়ি	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
৯.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৪, নীলফামারী	পাকা	০.৫০	ঐ
১০.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৬, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
১১.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৬, পঞ্চগড়	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
১২.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬১, চুয়াডাঙ্গা	পাকা	০.৫০	ঐ
১৩.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬২, ঝিনাইদহ	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
১৪.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬৩, শরীয়তপুর	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
১৫.	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৭, কেশবপুর, যশোর	সেমিপাকা	০.৫০	ঐ
মোট টাকা: (নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)			৯.৫০	

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের নিজস্ব মূলধন তহবিল এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরি খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরনী :

১। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

১.১ : ট্রাস্ট দপ্তর পরিচালনার মূলধন তহবিল : ২৫,৩৭,৬১,৭৯১/-

১.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে দপ্তর পরিচালনা ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ১,০৩,৪২,৩৯৩/-

১.৩ : মূলধন তহবিল হতে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় : ৮১,৫৬,০২৬/-

২। শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বৃত্তি পরিচালনার মূলধন তহবিল এবং বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

২.১ : বৃত্তি পরিচালনা মূলধন তহবিল : ১৪,০৮,৫৪,৫০৬/-

২.২ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তি প্রদান বাবদ ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ : ৫৪,৩৮,৯৫৫/-

২.৩ : মূলধন তহবিলের মূনাফা হতে বৃত্তির অর্থ প্রদান বাবদ ব্যয় : ৪৩,৭১,০৭৩/-

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাহায্য মঞ্জুরী খাত হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ :

৩.১ : সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ : ৩৬,৫০,০০,০০০/-

৩.২ : বাজেটের ব্যয় : ৩০,৩৯,৪৯,৭৫২/-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী

(ক) ট্রাস্টের নিজস্ব সাধারণ তহবিল (দপ্তর পরিচালনা):

অর্থনৈতিক কোড	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	মন্তব্য
৪৫০০	ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের বেতন ও অন্যান্য	৩৪৪৭৬৮৯	৩০২৩৯৮৭	
৪৭৬৫	যাতায়াত (অফিস)	১০০০০০	১০৪৬০	
৪৮০০	সরবরাহ সেবা	১৪৯৪৭০৪	৭৩৯৭২৮	
৪৯০০	মেরামত, সংরক্ষণ ও পূণর্বাসন	১২৫০০০০	১০২৬২৯৪	
৬৬০০	মেরামত বাবদ (অফিস ও বিদ্যালয়)	৩৬০০০০০	৩৩৫০০০০	
৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	৪৫০০০০	৬০৭২৭	
	সর্বমোট	১,০৩,৪২,৩৯৩	৮২,১১,১৯৬	

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ : ১,০৩,৪২,৩৯৩/- টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ৮২,১১,১৯৬/- টাকা

(খ) ট্রাস্টের নিজস্ব সাধারণ তহবিল (বৃত্তি পরিচালনা) :

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	বাজেট বরাদ্দ ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	মন্তব্য
১	শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির অর্থ প্রদান	৫৪,৩৮,৯৫৫/-	৪৩,৭১,০৭৩/-	
	সর্বমোট	৫৪,৩৮,৯৫৫/-	৪৩,৭১,০৭৩/-	

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ : ৫৪,৩৮,৯৫৫/- টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ৪৩,৭১,০৭৩/- টাকা

(গ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট ও ব্যয়ের বিবরণী :

অংকসমূহ হাজার টাকায়

অর্থনৈতিক কোড	ব্যয়ের খাত	বাজেট সংশোধিত বরাদ্দ ২০১৮-১৯	প্রকৃত ব্যয় ২০১৮-১৯	মন্তব্য
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহয়তা	১৭,৫০,৮৬	১৬,৪৩,৭৭	
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহয়তা	১৬,৭৭,৬৭	১৩,৬৯,৩৪	
৩৬৩১১০৩	পন্য ও সেবা বাবদ সহয়তা	৫২,২০	২৬,৩৯	
৩৬৩১১০৭	বিশেষ মূলধন অনুদান	১০,৭০	০	
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান	১,৫৮,৫৭	০	
	সর্বমোট	৩৬,৫০,০০	৩০,৩৯,৫০	

২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংশোধিত বরাদ্দ: ৩৬,৫০,০০,০০০/- টাকা

২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয় : ৩০,৩৯,৪৯,৭৫২/- টাকা

নতুন বই হাতে শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১৪৮, বাহুবল, হবিগঞ্জ এর শিক্ষার্থীরা

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের অর্জন

(১) **শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট চালুকরণ :**

শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে, যার নং (www.skt.gov.bd) এবং প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ওয়েবসাইটে অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

(২) **ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর নামে ই-মেইল খোলা :** ট্রাস্টের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের নামে ই-মেইল খোলা হয়েছে এবং সকলেই ই-মেইল ব্যবহার করছেন।

(৩) **প্রশিক্ষণ প্রদান :** ট্রাস্টের বিদ্যালয়সমূহের ৫৮ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা সরকারি পিটিআই এর মাধ্যমে ডিপিএড/ সি.ইন.এড/ সি.এড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ই-নথি, জাতীয় শুদ্ধাচার, ইনোভেশন, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট দপ্তরের সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট এর বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দপ্তরের কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও বিদ্যালয়ের কার্যক্রম মনিটরিং করার লক্ষ্যে ০৫ জন কর্মকর্তা ০৭ দিন ইন্দোনেশিয়ায় প্রশিক্ষণ/এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন করেছেন।

(৪) **ট্রাস্টি বোর্ডের সভা :** ট্রাস্টের বিভিন্ন কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে গত **১১/১১/২০১৮** তারিখে শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের ৬৮ তম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(৫) **প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা :** ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৯৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং জিপিএ-৫ সহ বিভিন্ন গ্রেডে পাশের সংখ্যা ২৮০৬ জন এবং পাশের হার ৯৪.৫৫%।

(৬) **বিদ্যালয় পরিদর্শন :** ঢাকা মহানগরীসহ জেলা/উপজেলা পর্যায়ের শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লেখাপড়ার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে ট্রাস্টের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং/পরিদর্শন করা হয়েছে।

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-১০৪, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ

বিভাগ/জেলা/উপজেলাভিত্তিক শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান

(১) বিভাগ/জেলাওয়ারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

(ক)	ঢাকা বিভাগ			(খ)	ময়মনসিংহ বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা		ক্র নং	নাম	সংখ্যা
১	ঢাকা মহানগর-ঢাকা জেলাসহ	২৯টি		১৪	ময়মনসিংহ	০৩টি
২	নারায়ণগঞ্জ	০৩টি		১৫	জামালপুর	০৮টি
৩	গাজীপুর	০৪টি		১৬	নেত্রকোনা	০১টি
৪	টাঙ্গাইল	০৪টি		১৭	শেরপুর	০২টি
৫	মানিকগঞ্জ	০৩টি		(গ)	চট্টগ্রাম বিভাগ	
৬	গোপালগঞ্জ	০৪টি		ক্র নং	নাম	সংখ্যা
৭	মাদারীপুর	০৩টি		১৮	চট্টগ্রাম	০১টি
৮	ফরিদপুর	০২টি		১৯	কক্সবাজার	০১টি
৯	শরীয়তপুর	০১টি		২০	কুমিল্লা	০১টি
১০	নরসিংদী	০৩টি		২১	নোয়াখালী	০১টি
১১	রাজবাড়ী	০১টি		২২	লক্ষীপুর	০১টি
১২	মুন্সীগঞ্জ	০১টি		২৩	ফেনী	০১টি
১৩	কিশোরগঞ্জ	০৭টি		২৪	চাঁদপুর	০১টি
				২৫	খাগড়াছড়ি	০১টি
				২৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০১টি

(গ)	চট্টগ্রাম বিভাগ	
২৭	রাঙ্গামাটি	০১টি
২৮	বান্দরবান	০১টি

(ঘ)	সিলেট বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা
২৯	সিলেট	০১টি
৩০	হবিগঞ্জ	০২টি
৩১	সুনামগঞ্জ	০১টি
৩২	মৌলভীবাজার	০১টি

(ঙ)	খুলনা বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা
৩৩	খুলনা	০১টি
৩৪	কুষ্টিয়া	০১টি
৩৫	বাগেরহাট	০৩টি
৩৬	সাতক্ষীরা	০১টি
৩৭	চুয়াডাঙ্গা	০২টি
৩৮	নড়াইল	০২টি
৩৯	ঝিনাইদহ	০২টি
৪০	যশোর	০২টি
৪১	মাগুরা	০১টি
৪২	মেহেরপুর	০১টি

(চ)	বরিশাল বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা
৪৩	বরিশাল	০৯টি
৪৪	ঝালকাঠি	০৩টি
৪৫	পটুয়াখালী	০৪টি
৪৬	পিরোজপুর	০৩টি
৪৭	বরগুনা	০২টি
৪৮	ভোলা	০৪টি

(ছ)	রাজশাহী বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা
৪৯	রাজশাহী	০২টি
৫০	সিরাজগঞ্জ	০৪টি
৫১	নাটোর	০৫টি
৫২	পাবনা	০২টি
৫৩	বগুড়া	০৩টি
৫৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০৩টি
৫৫	নওগাঁ	০২টি
৫৬	জয়পুরহাট	০১টি

(জ)	রংপুর বিভাগ	
ক্র নং	নাম	সংখ্যা
৫৭	রংপুর	০৫টি
৫৮	দিনাজপুর	১১টি
৫৯	লালমনিরহাট	০৫টি
৬০	নীলফামারী	০৭টি
৬১	কুড়িগ্রাম	০৭টি
৬২	গাইবান্ধা	০৩টি
৬৩	ঠাকুরগাঁও	০৬টি
৬৪	পঞ্চগড়	০৩টি

বিভাগ ওয়ারী বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা

ক্র নং	নাম	সংখ্যা
০১	ঢাকা বিভাগ	৬৫টি
০২	ময়মনসিংহ বিভাগ	১৪টি
০৩	বরিশাল বিভাগ	২৫টি
০৪	চট্টগ্রাম বিভাগ	১১টি
০৫	সিলেট বিভাগ	০৫টি
০৬	রাজশাহী বিভাগ	২২টি
০৭	রংপুর বিভাগ	৪৭টি
০৮	খুলনা বিভাগ	১৬টি
	সর্বমোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	২০৫টি

(২) শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের তালিকা :

ক্র: নং	বিভাগের নাম	মহানগর/জেলার নাম	উপজেলার নাম	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের নাম
১	ঢাকা	ঢাকা মহানগর	সূত্রাপুর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-১
২	,,	নারায়নগঞ্জ	ফতুল্লা	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-২
৩	,,	মাদারীপুর	রাজৈর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৯
৪	ময়মনসিংহ	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৫
৫	চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	কুমিল্লা সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৩
৬	খুলনা	যশোর	যশোর সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৪
৭	বরিশাল	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৬
৮	রংপুর	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৭
৯	রাজশাহী	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	শিশু কল্যাণ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-৮

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-০৩, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৭, কেশোবপুর, যশোর

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ ইউনিট সম্পর্কিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভূমিকা : সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার সমান সুযোগ সুবিধা পৌছে দেয়া। এ জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা অপরিহার্য হওয়ায় জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলককরণ) আইন ১৯৯০' পাশ করা হয়েছে। অন্যদিকে এ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়ন পরীবক্ষণ কোস/সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তী সময়ে এর নামকরণ করা হয় 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরীবিক্ষণ ইউনিট' যা বর্তমানে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি দপ্তর হিসেবে কাজ করছে।

জনবল : এ ইউনিটে বর্তমানে মহাপরিচালকসহ ১৩ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা, ০১ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা, ২১ জন তৃতীয় শ্রেণির ও ২০ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী সর্বমোট ৫৫টি পদ রয়েছে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ ইউনিটের কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এবং রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার পূরণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে।

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৬১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ফলে বিভিন্ন কারণে বাদ পড়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চিহ্নিত করে এতদসংক্রান্ত উদ্ভুত মামলা/প্রশাসনিক জটিলতা নিষ্পত্তিক্রমে চাকরি সরকারিকরণের কাজে সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

২। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়সমূহের গেজেট থেকে বাদ পড়া শিক্ষকদের জাতীয়করণের লক্ষ্যে যাচাই বাছাই কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৩ । জাতীয়করণের পূর্বে অবসর গ্রহণকারী ৯২ জন শিক্ষকের এককালীন আর্থিক সুবিধা বাবদ ১,০০,৫০,৮২৭/= (এক কোটি পঞ্চাশ হাজার আটশত সাতাশ) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৯ পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৫। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৮ পালনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৬ । বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৭ । সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৮ । প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো/নেপ (NAPE) এর কাজে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১০। প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিটের কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উপজেলা শিক্ষা অফিস এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান আছে।

১১। প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ সংক্রান্ত উদ্ভুত মামলার বিষয়ে সরকারের পক্ষে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা হচ্ছে।

১২। প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন :

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ এর ডিপিপি এর সাবকম্পোনেন্ট ১.৭ Essesment & Examination এর Annual Result এর নির্দেশনা মোতাবেক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট (সিপিইআইএমইউ)কে রুপান্তর করে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন ও এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় Regulation প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ সম্পর্কিত কমিটি

১.	জনাব রতন চন্দ্র পন্ডিত অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২.	জনাব মোঃ রুহুল আমিন যুগ্মসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ মনছুরুল আলম যুগ্মপ্রধান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	ড. মোঃ মাহবুবুর রশীদ উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	ড. মোঃ নুরুল আমিন চৌধুরী উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
৬.	জনাব মুর্শিদা বেগম সিস্টেম এনালিস্ট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল হালিম ভূঁঞা উপপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট	সদস্য
৮.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী	সদস্য
৯.	জনাব মোঃ মাহবুবুর রাব্বানী সহকারী পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট	সদস্য
১০.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দীন খান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	জনাব সত্যকাম সেন উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব